বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

WORLD HUMAN RIGHTS COUNCIL

(GOVT OF WEST BENGAL)

GOVT REGD NO IV-0302-00137/2020

: ANY QUERIES, PLEASE CONTACT :

Head Office : Kolkata,New Town,700156
District Branch: Bolpur (Ashiyana Bhavan) Ramkrishna Road / Purba Bardhaman,713101
Website: www.whrcouncil.com sohelbabu720@gmail.com
9732329720/9635090620

বার্তা

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ হল একটি সামাজিক নিবন্ধন ভারতীয় ট্রাস্ট আইন **1882** এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে। এটি একটি সরকারী অনুমোদিত অরাজনৈতিক জাতীয় সংস্থা। আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘন এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি সম্পর্কে সমাজের মানুষকে সচেতন ও সচেতন করা। কারণ আজ শুধু আমাদের ভারতেই নয়, গোটা বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। যেখানে মানব হয়রানি, নারী হয়রানি, যৌন শোষণ ও নাড়ি শ্রমের মতো ঘটনাগুলো প্রধান। কারাগারে বন্দীদের অবস্থা করুণ ও উদ্বেগজনক। দেশে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ভাষাবাদের মতো সমস্যা দিন দিন বড় হচ্ছে। স্বাধীনতার **75** বছর পরেও, বেশিরভাগ ভারতীয় উন্নত শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ন্যায়বিচার, সমতা এবং উন্নয়নের মতো মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমাদের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণের উৎপত্তি, লিঙ্গ, ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কোনো বৈষম্য নেই। সংবিধানে দেশের প্রতিটি মানুষের দৈহিক ও প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অধিকারের পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অনুভূতি স্থান পেয়েছে। এটি বাস্তবে আনার জন্য সংবিধানে আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে আমাদের দেশের সংবিধান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে এর সুফল পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল ভারতের প্রতিটি নাগরিক কি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পেয়েছে? গ্রামের মহল্লায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নেই, রেশনের দোকানে মালামাল ঠিকমতো পাওয়া যায় না, সরকারি অফিসে সুবিধা ফি ছাড়া কাজ হয় না, হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যায় না, ডাক্তার-নার্স রোগীদের দিকে নজর দেন না, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, গ্রাম-পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীরা নজর দেন না, গ্রাম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় ঠিকমতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। আমাদের সংস্থা এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে এবং আমাদের কাজ হল মানুষকে সচেতন করা। আমরা কোনো সরকারি প্রকল্প পরিচালনা করি না। আপনি যদি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানকে দান/ সহযোগিতা করতে চান, তাহলে আপনি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে লগইন করে অনলাইনে দান করতে পারেন। যার স্বীকৃতির রসিদ আপনাকে জাতীয় অফিস দ্বারা একটি স্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ প্রদান করা হবে। এখন পর্যন্ত সংগঠনটি তার সদস্যদের সহযোগিতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আপনি যদি কোনো মাধ্যমে আমাদের অফিসে আপনার সহযোগিতা পাঠান, তাহলে মনে রাখবেন যে সেই ব্যক্তিটি আপনার আস্থাভাজন। যেকোনো ধরনের তথ্যের জন্য, সংগঠনের পদাধিকারীদের সাথে যোগাযোগ করুন, যারা আপনাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবে যাতে আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে আমরা আপনার কণ্ঠস্বরকে শাসন থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারি। মূল উদ্দেশ্য।

সোহেল বাবু
ন্যাশনাল চেয়ারম্যান

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ সংস্থার উদ্দেশ্য

1. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক সংবিধান অনুসরণ করা এবং এর আদর্শ, প্রতিষ্ঠান, জাতি ও জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করা।

2. জাতিসংঘ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুযায়ী পরিচালিত কর্মসূচির প্রচার। **3.** জাতিসংঘ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যে কোনো ভিকটিম

পক্ষের অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা এবং সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ন্যায়বিচার প্রদান। **4.** জাতিসংঘের মানবাধিকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জনগণের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রচার করা। **5.** বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ এবং সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী ও সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা করা।

6. সমগ্র বিশ্বে এবং ভারতে, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মানবাধিকার রক্ষা করা। **7.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নারীর ক্ষমতায়ন এবং

পুনর্জন্মের জন্য ক্যাম্প তৈরি করা। **8.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক যুব কর্মসংস্থান ও কল্যাণ

জন্য ক্যাম্প করুন **9.** ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল আয়োজিত একটি স্বাস্থ্য শিবির করা। **10.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কল্যাণের জন্য ক্যাম্প।

11. বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক ভ্রূণহত্যা বন্ধ করা এবং জনগণের জনকল্যাণমূলক প্রচারণা চালানো। **12.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক রক্তদান শিবিরের কর্মসূচি

সংগঠনের মাধ্যমে করুন।

13. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা। **14.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বারা সমাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দিকগুলিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কাজ করা এবং

অভিশপ্ত মানুষের সমস্যা সমাধানের সংগঠন

চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

15. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নিরক্ষরদের সাক্ষর দৈনন্দিন জীবনের জন্য দরকারী লেখা এবং পড়া শেখানো। **16.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক শিক্ষিত দরিদ্র যুবক/মেয়েরা

সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি। **17.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক কিশোরী/কিশোরী মেয়েদের জন্য ব্যক্তিগত ভবনের ক্লাসের আয়োজন করা।

18. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক যুবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গুণাবলী শেখানো, যাতে তারা দুর্যোগের সময় নিজেদের এবং অন্যদের রক্ষা করতে পারে।

বাঁচাতে পারতো **19.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক বছরে একবার সমগ্র দেশের পরোপকারী যুবকদের সম্মান জানানো। দাতব্য ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ করা যুবকদের পরমার্থ প্রকাশের অলঙ্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে

যাতে তারা উৎসাহিত হয়।

20. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক মাদক মুক্ত তরুণ প্রজন্ম গঠন। যুবকরা রাম, কোকেন ইত্যাদিতে ধরা পড়ে।

এর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। **21.** দেশ ও সমাজকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক প্রচারাভিযান চালানো।

22. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক সরকারী ব্যবস্থায় প্রচলিত অনৈতিক কার্যকলাপ এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

23. গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো। **24.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক মানবাধিকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট) এবং সুপ্রিম কোর্ট

আদালতে (সুপ্রিম কোর্ট) জনস্বার্থ মামলা উপস্থাপন করে নাগরিকদের স্বার্থ নিশ্চিত করা। **25.** ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নিয়ে স্কুলগুলি,

সময়মত বিনামূল্যে হাসপাতাল হোস্টেল স্থাপন ইত্যাদি।

করছেন।

26. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো। **27.** সময়ে সময়ে, বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল তার সদস্যদের প্রতি

কিন্তু মানবাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান করছে

জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে

সমাজে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

28. বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ অপরাধ বৃদ্ধির কারণ কী? এ বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদের একটি টিম দ্বারা জরিপ করা এবং প্রশাসনকে অবহিত করা যাতে সমাজে অপরাধ হ্রাস করা যায়। **29.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক বিনামূল্যে মেডিকেল অ্যাম্বুলেন্স

আচার ব্যবহার. **30.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক মাদক নির্মূল কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ**বিশ্ব মানবাধিকার অভিযোগ বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ সংস্থার উদ্দেশ্য

31. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বারা, জাতির নিরাপত্তার কলঙ্ক

স্রাব অনুপ্রাণিত করতে. **32.** ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কর্তৃক তথ্যের অধিকারের জন্য সাধারণ

জনগণকে সচেতন করা **33.** বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক সমাজে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করা। **34.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নারীর অধিকার

সচেতন করতে **35.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নিরপরাধকে মুক্ত করা এবং প্রশাসন ও সরকার কর্তৃক দোষীদের শাস্তি দেওয়া।

36. বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক জনগণের মন থেকে ভীতি দূর করে

জনবান্ধব পুলিশের চেতনা তুলে ধরতে। বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক পরিচ্ছন্ন সমাজ ও পরিচ্ছন্ন জাতি ৩৭.

সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য।

38. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক দরিদ্র মেয়েদের বিবাহের জন্য

আর্থিক সহায়তা প্রদান। **39.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল, ভারত সরকার এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যকর পরিবার কল্যাণ এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, সাক্ষরতা অভিযান, বয়স্ক শিক্ষা, ভাষা উন্নয়ন, কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ, পোলিও নির্মূল, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচিতে

সরকারকে সহায়তা প্রদান।

40. ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল দ্বারা, ছোটখাটো বিরোধের দ্বারে দ্বারে সমাধান

তবে মামলা নিষ্পত্তি করুন যাতে আদালতে অপ্রয়োজনীয় বোঝা না থাকে। **41.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বারা পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণী প্রাণী

সুরক্ষার জন্য ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের সহায়তা

রেন্ডার **42.** বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক দেশে সন্ত্রাস ও অপরাধের বিস্তার রোধ করা, সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা প্রদান করা।

43. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের উচিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, যাতে সাধারণ মানুষ এর সুবিধা পেতে পারে।

কিভাবে বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হবেন?

এর সদস্য হওয়ার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।

করতে হবে সদস্য হওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয় যে আপনি

1. ভারতের নাগরিক হতে হবে।

2. বয়স **18** বছরের কম হওয়া উচিত নয়।

3. দেউলিয়া এবং উন্মাদ হবেন না। **4.** ভারতীয় সংবিধানে এবং সংস্থায় **(**বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল**)**

বিশ্বাস রাখো **5.** নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করার ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে।

6. বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হতে হলে সরকারি চাকরি কোন বাধা নয় সদস্য হতে হলে স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

সদস্য হওয়ার আনুষ্ঠানিকতাঃ

এর সদস্য হওয়ার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই -

1. ভারতের নাগরিক হন বা যে দেশের আপনি সংস্থার সদস্যপদ চান

যদি হ্যাঁ, তাহলে নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। **2.** বয়স **18** বছর পূর্ণ হতে হবে। **3.** আইডেন্টিটি কার্ড/রেশন কার্ড/পাসপোর্ট/সরকারের সত্য কপি।

কর্মচারীর পরিচয়পত্র / আধার কার্ড / হলফনামা **4.** দুটি পাসপোর্ট আকারের ছবি **5.** সময়ে সময়ে নির্ধারিত বার্ষিক ফি / অনুদান সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত ফর্মটি পূরণ করে এবং আপনি যে শাখার সদস্য হচ্ছেন তার শাখার সভাপতির দ্বারা ফর্মটি যাচাই করা। প্রধান অফিসে ব্যক্তিগতভাবে বা

ডাকযোগে শাখায় পাঠানো যাবে।

6. সংগঠনের সদস্য ও পদাধিকারীরা অসামাজিক কাজ করলে অবিলম্বে তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে।

বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বার

সর্বোপরি মানবাধিকার কি?

মানবাধিকারের নাম এলেই মানুষের মনে একটা চিন্তা করতে হয় যে মানবাধিকার কি ইত্যাদি।

স্রষ্টার কাছে সেরা সৃষ্টির দ্বারা করা সর্বোত্তম কাজটি মানুষের অধিকার

এই পৃথিবীতে যতগুলো শহর জলচর ও অবনিপাড়ক তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে ৮৪ লক্ষ ইয়োনি নির্মিত হয়েছে বলে জানা গেছে, তার মধ্যে সেরা ইয়োনিকে মানব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সৃষ্টি বা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কাজ বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু অন্যান্য জীবের জীবন আছে কিন্তু জানার ক্ষমতা নেই। তাদের না অন্য কোন ব্যথার জ্ঞান আছে, না তাদের কষ্টের রশ্মির জন্য অন্যের সহযোগিতা নেওয়ার ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু মানুষকে মগজ দান করে ঈশ্বর তাকে চিন্তা করার শক্তি দিয়েছেন। যেখানে সে তার সুখ-দুঃখ অনুভব করে, সেখানে তার দুঃখ-সুখের সংবেদনশীলতাও থাকে এবং এই গুণ তাকে অন্যান্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। এটি সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রক এবং প্রকৃতির প্রদত্ত ব্যবস্থা, শর্ত, চাহিদা এবং যোগ্যতা অনুসারে সমগ্র বিশ্বকে পরিচালনা করে।

এই মানব সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ কাজের নাম 'হিউম্যান রাইটস'। যদি একজন ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং নিজে সুখী থাকে তবে সে অন্যকে সুখ দিতে সহায়তা করে। নিজে বাঁচুন এবং অন্যকে বাঁচতে দিন, সর্বদা সচেতন থাকুন যে কাজটি আপনার পছন্দ নয়, আপনাকে কষ্ট দেয়, অন্যরা কেন একই কাজ পছন্দ করবে। তাদের ক্ষতি করবে। আস্তুর উচিত হবে না এই ধরনের কাজ নিজে সম্পাদনা করা বা অন্য কারো দ্বারা করানোর উদ্যোগ নেওয়া। নিজে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করার সময়, অন্যকে তাদের মর্যাদা অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করুন। কারণ এ সবই সংযত আচরণের মাধ্যমে খুশি রাখা যায়। এভাবে মর্যাদা মানেই মানুষ

ঠিক এসো

আমাদেরকে মর্যাদার অনুসরণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। এতে ঈশ্বরকে দারু উপাধি দেওয়া হয়েছে। এভাবে সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে, যা বিভিন্ন রূপে, ঐতিহ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এমন চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করা যায় কী করে?এই তো স্কুল।

আমরা যখন মানবাধিকারের আইনী ব্যবস্থার দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক সমাজে যখনই শিবযুদ্ধ হয়েছে, প্রচুর অর্থের ক্ষতি হয়েছে, তাদের শেষে সমগ্র সমাজ বিষিয়ে উঠেছে, মানুষ। মৃতদেহের মতো জীবিত রেখে গেছে। এমন বিপর্যয় এসেছিল যার বিষে অবশিষ্ট মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোগ করতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধর্ম, পশুজীবন ও নিয়ান জীবনধারায় মানুষ তার অস্তিত্ব ভুলে গেছে। তারা কীভাবে জীবনযাপন করছে তাও তারা পরোয়া করেনি, সম্মান এবং অপমানকে নিয়তি মনে করে তারা কেবল তাদের জিহ্বা বন্ধ করে বেঁচে ছিল, তারপর বিশ্ব সমাজে দুশ্চিন্তা, শাসক, সমাজকর্মীদের নিন্দা ভেঙ্গে যায়, তারা জীবনকে উপলব্ধি করে। , জীবনের মর্যাদা ছিল সমান। সম্মানের সমাজের জন্ম হয়েছিল এবং এই প্রচেষ্টা থেকে মানবাধিকারের জন্ম হয়েছিল, অর্থাৎ জীবনের অধিকার, মর্যাদা ও সাম্য।

এটি সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের কাছ থেকে হয়রানি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, আইনী বিশ্বাসগুলি প্রচার করা হয়েছিল। এই শিক্ষাকে ম্যান্ডেট, সরকারি ঐতিহ্য এবং সংবিধানের অপরিহার্য অংশ করে এর সুরক্ষার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ক্রমানুসারে, **10** ডিসেম্বর **1948** সালে এবং ধীরে ধীরে ভারতের স্বাধীনতার পর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়।

e

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, ভারতের সংবিধানে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য বিধান করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ **14** থেকে **32** পর্যন্ত মানবাধিকারের **(**মৌলিক অধিকার**)** বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এই পবিত্র ব্যবস্থাকে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়।

যেহেতু সংবিধান হল যেকোনো দেশ পরিচালনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ উপকরণ, তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বাসকে আইনি রূপ দেওয়ার জন্য এবং মানুষকে মানুষের দ্বারা উত্পাদিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সংবিধানের ধারার চেয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা আর নেই। **,** সমগ্র সমাজে মানবাধিকার লুকিয়ে রাখা বা বন্ধ করা আর কারো নিয়ন্ত্রণে নেই। এই ধারাবাহিকতায়, **1993** সালে, কেন্দ্রীয় আইন মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ভারত সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**/**মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ভালো ফল বের হচ্ছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা থাকলেও সামাজিক জ্ঞানের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, এর জন্য দায়ী শুধু মানবাধিকার ব্যবস্থার যথাযথ সহায়তার অভাব। নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং পরাধীনতার অনুভূতি যা আমরা বহু শতাব্দী ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এবং একই সংবিধানের বিধান অনুসারে, শাসন ও সমাজে যোগসূত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ক্রমাগত বদ্ধপরিকর। বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত একটি জাতীয় স্তরের সামাজিক-কাম-বিচারিক সংস্থা

বিগত বছরের মতো এ বছরও আমাদের লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত ও নিরীহ মানুষকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচানো। যার অধীনে হাজার হাজার সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন জেলা এবং মণ্ডলী এলাকায় ত্রাণ ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, অনেক গ্রামীণ তফসিলি জাতি**/**উপজাতিকে সমতা ও সমতার শৃঙ্খলে যুক্ত করা হয়েছে এবং সম্মান, ভয় এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারার পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্রের খপ্পর থেকে

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

ভুক্তভোগীদের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গন্ড জেলা, তহসিল ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মানুষের কাছে মানবাধিকারের ব্যাপক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে বা ঘটনাস্থল থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজ ধীরে ধীরে তার প্রভাব নিচ্ছে এবং এইভাবে মানবাধিকার আমাদের মসৃণ, সফল এবং সুখী রুটিনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রতারক ব্যক্তি

থানা স্তর, তহসিল, ব্লক, সরকারি দপ্তর এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাজ্যে তদন্ত দল গঠন করা হবে।

দ্রষ্টব্য: তাদের এলাকায় অপরাধ**/**হয়রানির তথ্য পাওয়ার পর, চাকরির দলগুলি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে যাবে এবং তদন্ত করবে এবং অপরাধ**/** হয়রানি সংক্রান্ত তাদের প্রতিবেদন বিভাগীয় সুরক্ষা প্রধান বা চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাবে, যা পাঠানো হবে আইন কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে আদালত।

বিভাগীয় **(**রক্ষা প্রেম**)**

এক মাসের মধ্যে পুলিশ সুরক্ষা, নারী সুরক্ষা, শ্রম সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি সমস্ত সুরক্ষা গঠন করুন।

আদালতের কার্যক্রম নিষ্পত্তি

প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ধরণের আদালতের কার্যক্রম রাষ্ট্রপতি বা যার কাছে এই কাজটি অর্পিত হবে তার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে, তবে সংস্থার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ কেবল লখনউ আদালতের অধীনে বৈধ হবে এবং অন্যথায় নয়।

অপব্যবহার থেকে নিরাময় প্রক্রিয়া

ধাপে ধাপে হয়রানির পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, প্রথমে ভুক্তভোগী বা তার পরিবার বা আত্মীয়দের কাছ থেকে ঘটনার "অভিযোগ প্রতিবেদন" গ্রহণ করে। অভিযোগ প্রতিবেদনের উপর তার নিজস্ব স্তরে একটি প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করে এবং "হয়রানির" প্রত্যাশা করে "তথ্য অনুযায়ী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যা ব্যর্থ হলে" মানবাধিকার

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ কি কি সুরক্ষার কথা ভাবে

কমিশনের কাছে অভিযোগ, প্রয়োজনে, মানবাধিকার আদালতে একটি অভিযোগ বা **"মানবাধিকার"** দায়ের করে, যা সমিতির কর্মীদের দ্বারা করা হয় যাতে ভুক্তভোগীর মনোবল ও সাহস দুর্বল না হয়। এই ধরনের অভিযোগে কোনও ফি দিতে হয় না এবং পিটিশন, এবং ভিকটিম প্রায় পায় বিনামূল্যে এবং দ্রুত বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মানবাধিকারের শ্রেণীবিভাগ

সরকারী সুরক্ষা, মানব সমাজের নিপীড়নের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমাজকে নিম্নলিখিত **21**টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার জন্য বিশেষ জ্ঞান ধাপে ধাপে পদ্ধতি আরও উপযোগী হবে এবং মানুষ পূর্ণ সুফল পেতে সক্ষম হবে।আস্তু সমিতি **21**টি বিভাগে তার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

নিম্নরূপ কাজ করছে-

1. প্রশাসনিক সুরক্ষা **2.** একাডেমিক সুরক্ষা
3. পুলিশ সুরক্ষা **4.** নারী সুরক্ষা
5. শ্রম সুরক্ষা **6.** সামাজিক সুরক্ষা
7. শিশু সুরক্ষা **8.** যুব সুরক্ষা
9. রাজনৈতিক সুরক্ষা **10.** কর্মচারী সুরক্ষা
11. সিভিল সার্ভেন্ট সুরক্ষা **12.** স্বাস্থ্য সুরক্ষা
13. কৃষক সুরক্ষা **14.** বণিক সুরক্ষা
15. শিল্প সুরক্ষা **16.** অর্থনৈতিক সুরক্ষা
17. ধর্মীয় সুরক্ষা **18.** প্রতিবন্ধী সুরক্ষা
19. সংখ্যালঘু সুরক্ষা **20.** এসসি সুরক্ষা
21. বার্ধক্য সুরক্ষা

প্রশাসনিক সুরক্ষা: প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা তাদের পদের অপব্যবহার এবং সাধারণ জনগণকে হয়রানির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার পাশাপাশি আধিপত্যবাদী ও দুর্নীতিবাজ নেতাদের দ্বারা সংঘটিত অশালীন আচরণ ও হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়ে মানবাধিকার সম্পর্কিত ন্যায়বিচার প্রদান করা। তাদের অবস্থান সঠিকভাবে ব্যবহার করতে

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষ পরামর্শ দেন

শিক্ষা সুরক্ষা
শিক্ষা জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের উপর হয়রানি বন্ধ করতে সামাজিক/বিচারিক অভিবাসন করা। শিক্ষার্থী ও জনগণকে পরিপূর্ণ শিক্ষা **(**বুদ্ধিবৃত্তিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পরিকল্পনা/প্রকল্প**)** প্রদান করা এবং দেশবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য সরকারী প্রশাসনকে সকল কাজে সহযোগিতা করা।

পুলিশ সুরক্ষা

পুলিশ কর্তৃক নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং ভুয়া এনকাউন্টারে সম্মান প্রদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজকে সচেতন করে তাদের সুরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কারাগারগুলো স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য, আটক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, ম্যান্ডেট আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে এবং অধিকার আদালত কর্তৃক **"মানবাধিকার আইন 1993"** এর মাধ্যমে এবং এই ধরনের পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে যে কোনো শারীরিক হয়রানি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য বিচারিক প্রচেষ্টা চালায়। সামাজিক সচেতনতা প্রচার

মহিলাদের স্বার্থ রক্ষা, নিরাপত্তা এবং অ্যাড-হক সরকারি স্কিম ও প্রকল্পের সুবিধা প্রদান, তাদের কল্যাণ/উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত কাজ পরিচালনা করা।

শ্রম সুরক্ষা

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও সুরক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কাজের ধরন পর্যালোচনা, সরকারী প্রশাসনের জীবিকার জন্য তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদানের প্রচেষ্টা এবং শ্রমিকদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের ন্যায়বিচার, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সরকারি প্রকল্প

কাজ করে হিউম্যান হিগবি কাউন্সিল

বিশ্ব মানবাধিকার

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

প্রকল্পের অপারেশনে সহযোগিতা করার সময় ন্যায্য লাভ রেন্ডার

সামাজিক নিরাপত্তা

সমাজে বিরাজমান অসঙ্গতি/অপকর্ম ও সামাজিক কুফলগুলোর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে সাধারণ জনগণকে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা। সরকারি পর্যায়ে সামাজিক/বিচারিক জিহাদ পরিচালনা, এসব সামাজিক কুফল প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা।

শিশু সুরক্ষা

সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অ্যাড-হক সরকারী/প্রশাসনিক/প্রশাসনিক প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কাজ পরিচালনা করা

যুব সুরক্ষা

তরুণ প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের চরিত্র, মেধা, শারীরিক, শিক্ষাগত ও মানসিক বিকাশের জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করা। যুবশক্তিকে সমাজের গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করে, তাদের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে এবং তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করা। সমাজকে একটি পরিচ্ছন্ন ও মানবিক রাজনৈতিক রূপ প্রদান করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

কর্মচারী সুরক্ষা

কর্মচারীদের স্বার্থ উন্নীত করার প্রচেষ্টা, নিরাপত্তা প্রদান এবং সরকার/প্রশাসন কর্তৃক পাসকৃত বিধি/আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা, সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মচারীদের হয়রানি বন্ধ করার প্রচেষ্টা।

করছেন।

সরকারী কর্মচারী সুরক্ষা

সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা তাদের পদ/কর্তৃপক্ষের অপব্যবহার থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করা। ভালো সৎ, পরিশ্রমী, সরকারি কর্মচারীদের সম্মান জানানোর সময়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

জনস্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা, নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রদান, স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা তাদের হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা, সরকারি প্রকল্প/প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে একটি সুস্থ সমাজ গঠনে অবদান রাখা। গ্রামবাসী, দারিদ্র্য, দুই প্রতিবন্ধী নারীর স্বাস্থ্য রক্ষায় সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করা।

ক্রুপ সুরক্ষা

কৃষকদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় অবদান রাখা। তাদের সরকারী স্কিম ও প্রকল্পের সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সুবিধা প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা, সরকার এবং অন্যদের দ্বারা পরিচালিত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা।

বণিক সুরক্ষা

ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রদান। সরকার/প্রশাসন কর্তৃক পাসকৃত নিয়মের অপব্যবহার বা ব্যবসা-বিরোধী বিধি/আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখা।

শিল্প সুরক্ষা

শিল্পের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা কল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচী পরিচালনা করা, শিল্পকে সরকারী প্রশাসনের স্কিমগুলির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বার্থের প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা এবং শিল্প বিকাশে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তি/ অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়াই করা। .

অর্থনৈতিক সুরক্ষা

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সহায়তা ও কর্মসংস্থান প্রদানে সহযোগিতা করা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের অধিকার প্রদানে সহযোগিতা করা।

ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা

ধর্মপ্রাণ মানুষ ও ধর্মীয় স্থান রক্ষা করা। পাশাপাশি ধর্মীয়

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

তবে লুটেরাদের সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিন।

অক্ষম অভিভাবক

নিশা এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের স্বার্থের সুরক্ষা প্রদান, তাদের জীবনধারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী স্কিম/প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা। হীনমন্যতা পরিহার করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রাম।

সংখ্যালঘু সুরক্ষা

মানব সমাজের সংখ্যালঘুদের উপর যে বৈষম্য ও অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে আওয়াজ তোলা এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদের ন্যায়বিচার প্রদান এবং সামাজিক নিপীড়ন থেকে তাদের রক্ষা করা, তাদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প/প্রকল্পের উন্নয়ন করা।

এসসি সুরক্ষা

এসটিদের স্বার্থ প্রচার করা, তাদের নিরাপত্তায় অবদান রাখা, সরকারি স্কিম/প্রকল্পের সুবিধা দিয়ে তাদের উন্নয়ন করা এবং সরকার/প্রশাসন এবং অন্যান্য লোকেদের দ্বারা হয়রানি থেকে রক্ষা করা এবং তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টা করা।

বার্ধক্য সুরক্ষা

প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা ও সুরক্ষা, সরকারি স্কিম ও প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রম বা হোম হেলথ সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন করে নিঃসন্তান ও অবহেলিত বয়স্কদের নিরাপত্তা প্রদান, তাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা এবং সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা করা। সমাজে অভিজ্ঞতার সুবিধা প্রদানের জন্য তাদের ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালনা করা।

আইন বলবৎ আসছে
ধারার উপ-ধারা **(3)** অনুসারে **28** সেপ্টেম্বর **1993** তারিখে এই আইন
বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলন

সামরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই তারিখেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক **1993** সালের **30** নং মানবাধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এই আইনটি **1994** সালের **8** জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

স্মারক

1. মানব কল্যাণ ইত্যাদির জন্য সমাজে জনসচেতনতা আনার চেষ্টা করা।

2. সমস্ত মানবজাতির নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, শিক্ষাগত, শারীরিক, চরিত্র, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি পরিচালনা এবং স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

3. মানব সমাজকে মানবাধিকার এবং ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকারের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা

জ্ঞান অর্জন করেছে। **4.** ভারত সরকার কর্তৃক পাসকৃত জাতীয় মানবাধিকার সুরক্ষা আইন **1993** প্রকাশ করা, যাতে মানব

জাত সব মানুষ সুবিধা নিতে পারে. **5.** মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং মানব কল্যাণের জন্য লেখা, মুদ্রণ বা প্রচার/প্রচার এবং সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি/ পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা।

6. জাতিসংঘ/জাতীয় মানবাধিকার কমিশন/রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার কমিশন/সরকার/প্রশাসন এবং মানবাধিকার আদালত এবং অন্যান্য স্তরে সমাজের বিভিন্ন অংশের হয়রানি নিরসনের জন্য যথাযথ ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা।

7. মানব সমাজে জাত-পাত-হীন, ধর্ম-হীন, উচ্চ-নীচ

সম্প্রীতির পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। **6.** মানব সমাজে বিরাজমান দুর্নীতির অবসানে সরকার/প্রশাসনকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করা।

9. মৌলিক অধিকার/মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী শক্তির বিরুদ্ধে নিরলসভাবে লড়াই করা।

10. মানবজাতির মধ্যে ঘৃণা, হিংসা ও ঘৃণার পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক ভালবাসার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশ ও বিশ্বে।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

ওয়ার্ক নুমান সাইটস কাউঙ্ক
প্রতিটি কোণে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। **11.** মানব ব্যবহারের নীতিগুলির সফল বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকার / দেশ প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

12. সমাজের অসহায়/নিঃস্ব, নির্দিষ্ট কিছু নারী/শিশুদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করে স্বনির্ভর জীবন।

পরিত্যাগ প্রচেষ্টা করতে. **13.** প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত কারিগরি কোর্স/

মানব কল্যাণে শিক্ষামূলক কার্যক্রম করা। **14.** প্রশাসন কর্তৃক গঠিত শান্তি কমিটি/দাঙ্গা বিরোধী

কমিটিতে সক্রিয় সমর্থন প্রদান। **15.** মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব/সম্প্রীতি/জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা এবং সময়ে সময়ে সেমিনার/সম্মেলন/সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হওয়া।

16. সারাদেশে সংখ্যক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মানবকল্যাণ, মানব শান্তি, মানবিক সম্প্রীতি, মানবিক ঐক্য ও মানবাধিকারের নিরাপত্তা, ঐক্য ও মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা এবং কেন্দ্রকে সহযোগিতা প্রদান করা। এবং সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি দূরীকরণে রাজ্য সরকার প্রশাসন।

17. সমাজে প্রচলিত মানব দূষণ/আদর্শগত দূষণ/পরিবেশগত দূষণ, সন্ত্রাসবাদ বিচ্ছিন্নতা বন্ধে সরকার/প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা।

18. জাতীয় মহিলা কমিশন/সংখ্যালঘু কমিশন/এসটি কমিশন/ভোক্তা ফোরাম ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কমিশনের সাথে সম্পর্কিত, বিভিন্ন নাগরিকদের তাদের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

19. সমাজে নারীদের সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করা।

20 অন্যান্য সমস্ত মানব কল্যাণমূলক কাজ করা যা ভারতীয় ট্রাস্ট **1882** এর অধীনে বৈধ।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ
টিআইআর সিস্টেম **(**উৎপাদন তথ্য প্রতিবেদন**)**

দেশে প্রথমবারের মতো কোনো অপরাধ ঘটলে পুলিশে এফআইআর করতে হবে। আই.আর. মানুষ মানবাধিকারের অধীনে **(**প্রথম তথ্য প্রতিবেদন**)** একটি বিকল্প পেয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি না দেখানোর অভিপ্রায়ে পুলিশ বিভাগ সাধারণ নাগরিকদের এফ.আই. **I.R (**প্রথম তথ্য প্রতিবেদন**)** শুধু লেখাই নয়, যাতে ভিকটিম এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে যায় বা নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে, **F.I.R.** লেখার চেষ্টা করেছেন। অন্যথায়, শেষ পর্যন্ত তিনি আদালতে **156 (3)** ধারায় অভিযোগ দায়ের ক
নতুন শিকারের শিকার হয়। একই আদালতে পুলিশের বিভাগীয় এফ.আই.আর. নিবন্ধন না করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করে এবং মানসিকভাবে শিকারের বিরুদ্ধে পরিণত হয় এবং অবশেষে আদালতের চাপে যদি **F.I.** আই.আর. লিখতে হয়, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকত, ফলে অপরাধী পালিয়ে যেত।

কিন্তু **T.I.R.** সিস্টেমে সিআরপিসি **F.I** এর বিধান অনুযায়ী আই.আর. টিআই এর একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প আর. একটি নোটারাইজড হলফনামার ভিত্তিতে ভিকটিম তার অভিযোগ **(**টিআইআর, হয়রানি সংক্রান্ত তথ্য প্রতিবেদন**)** মানবাধিকার অফিসে জমা দিতে পারে এমন ফর্মে পাওয়া যায়। যার কপি পুলিশ প্রধান/পুলিশ প্রশাসন, রাজ্য মানবাধিকারের কাছে পাঠানো হবে। কমিশন/মানবাধিকার আদালত ইত্যাদিতে যাবে এবং সেই অনুযায়ী ভিকটিমদের অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন হবে এবং সে ন্যায়বিচার পাবে। আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আইআর সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যার ভালো ফলাফল হয়েছে। প্রাপ্ত

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

ওয়ার্থ হিউম্যান রাইটস কর্নেল

মানবাধিকার

যে কোনো মানুষের জীবনের স্বাধীনতা। ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সম্মানের অধিকার, মানবাধিকার রয়েছে। এটি শুধু অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, আদালত লঙ্ঘনকারীকে শাস্তিও দেয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কি?

দেশে ও বিদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি বিস্তৃত সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

এটি দেশের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে, তাদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয় এবং মানবাধিকার শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত কাজ করে এবং টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং বিশ্ব অনুযায়ী কাজ করে। মানবাধিকার ঘোষণার চেষ্টা করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন-

জাতীয় মানবাধিকার সুরক্ষা আইন **1993** এর অধীনে, **12** অক্টোবর **1993** তারিখে, সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করে।

করেছিল.

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্য-

(1) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়া উচিত ছিল।

(সর্বোচ্চ আদালত**)**

(2) একজন সদস্য হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

(3) একজন সদস্য হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

(উচ্চ আদালত**)**

(4) দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন যারা মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন। এই কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

এটি মানবাধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন করে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে।এগুলি ছাড়াও, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারপারসন, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কমিশন, মহিলা কমিশন এছাড়াও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রামঝার সদস্য। **,** এই তিনজন। কমিশন ও কমিটির সদস্যদের সুপারিশে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি **(**প্রধানমন্ত্রী**)**

সদস্য **(**লোকসভা স্পিকার**)**

সদস্য **(**ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী**)**

সদস্য **(**লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা**)**

সদস্য **(**বিরোধী দলের নেতা, রাজ্যসভা**)** সদস্য **(**উপ-সভাপতি, রাজ্যসভা**)**

নিপীড়ন থেকে মুক্তির অধিকার

নিপীড়ন থেকে মুক্তি মানবাধিকারের একটি গুরুতর বিষয়। বিশ্ব সমাজ আজ হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ, ধর্ষণ ও অপহরণের অনেক রূপ সমস্যা হিসেবে আমাদের সামনে আসে। তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে সারা বিশ্বে স্বৈরাচারী শক্তি এবং শিশু পতিতাবৃত্তির মতো ঘটনাগুলির অবসান ঘটানোর সময় এসেছে, কিন্তু এর ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হল নির্যাতিত ব্যক্তি তার অধিকার সম্পর্কে উদাসীন, তাই আপনার অধিকার বুঝে নেওয়া উচিত। আপনার অধিকারের যত্ন নিন। লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন এবং দেখুন আশেপাশে, সমাজে কোনও ভিকটিম আছে কিনা।

(সর্বোচ্চ আদালত**)**

(1) পরিবার থেকে **(2)** পাড়া থেকে **(3)** সমাজ থেকে **(4)** প্রশাসন থেকে বা **(5)** পুলিশ থেকে, কেউ আপনার কথা শুনবে না। আপনি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এমনকি আপনার রিপোর্ট লেখা হচ্ছে না, তাই চিন্তা করবেন না "নিরাপত্তা দ্বারা মানবাধিকার আমাদের যেকোন অফিসে আসুন এবং আপনার নির্যাতিত তথ্য প্রতিবেদন **(TLR.)** বিনামূল্যে নিবন্ধন করুন। হয়রানির তথ্য প্রতিবেদন পাঠানো হবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নয়াদিল্লি বিনামূল্যে।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

মেরে রেমেডি **(TAR.)** যেখানে দোষীদের জন্য ক্ষতিপূরণ, শিকারের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী:-

পুলিশ হেফাজতের সময় সুরক্ষা- ১. ভিকটিমের রিপোর্ট **(এফআইআর)** যাই হোক না কেন থানায় লিখিত হবে এবং উপযুক্ত ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হবে এবং **C.R.P.C** এর ধারা-**154 (2)** অনুযায়ী, ভিকটিম বিনামূল্যে এফআইআর-এর একটি কপি পেতে পারেন।

2. যদি থানার পুলিশ অফিসার এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেন, তবে **154 (2)** ধারা অনুযায়ী, আপনি জেলা পুলিশ সুপার **(এসপি)** এর কাছে এফআইআর পাঠাতে পারেন। নিবন্ধন

করতে পারা **3.** ধারা **156(3)** অনুসারে, যদি কেউ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার পরেও **FIR** নথিভুক্ত না করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারে।

মাননীয় হাইকোর্টের মতে, যদি পুলিশ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে, তাহলে ভুক্তভোগী ব্যক্তি তার এলাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন, যিনি সময়-নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন, যদিও সংশ্লিষ্টরা। অফিসার ব্যবস্থা না নিলে তাকে কারাগারেও পাঠানো হতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যা পর্ব চলাকালীন বরখাস্তও হতে পারে।

4. থানায় আনা ব্যক্তিকে মারধর করা হবে না বা অসম্মানজনক আচরণ করা হবে না। যদি কাউকে থানায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, যুক্তিসঙ্গত ভ্রমণ খরচ দেওয়া হবে।

5. সংবিধানের **22** অনুচ্ছেদ। **C.R.P.C. 50** ধারা অনুযায়ী, 'যদি কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে এই ব্যক্তি তার গ্রেপ্তারের কারণ জানতে পারবেন।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

6. C.R.P.C এর ধারা-**57** অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে **24** ঘন্টার ভ্রমণের আওতায় আনা হয় না। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে **24** ঘন্টার বেশি আটকে রাখার প্রয়োজন হলে পুলিশ **C.R.P.C. Cr.P.O.** এর ধারা-**67**-এর অধীনে শিথিলকরণ একটি বিশেষ আদেশ পায়। এই আদেশটি **15** দিনের বেশি নয়।

2. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় রাখা হলে তাকে নিয়মানুযায়ী খাবার ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা হবে।

8. সংশ্লিষ্ট আদালত থেকে হাতকড়া পরানোর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত থানায় আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার সময় বা এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের সময় আটকে রাখা হবে না।

9. যে ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে তাকে প্রতি **48** ঘন্টা পর পর ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে।

10. গ্রেপ্তারের সময় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সামান্য বা গভীর আঘাতের ক্ষেত্রে মেডিকেল পরীক্ষার মেমো প্রস্তুত করতে হবে।

11. গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে স্থানীয় টেলিফোনের সুবিধার মাধ্যমে বা একটি লিখিত চিঠির মাধ্যমে গ্রেপ্তারের তথ্য তার পরিচিতজনকে দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে।

12. যদি কোন ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে মারা যায়, তবে তার তথ্য অবিলম্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে পাঠানো হবে।

13. কোন অপরাধীর কাছ থেকে কোন জিনিস বা জিনিস উদ্ধার করা হলে তার রশিদ থানায় দিতে হবে এবং সংযুক্ত মালামালের যথাযথ নিরাপত্তাও করা হবে।

14. যদি কোন ব্যক্তি জামিনযোগ্য অপরাধ করে থাকে, তাহলে

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

তবে তার জামিনের মূল্য থাকলেই হবে। **120 () 174, 325, 421, 129, 135, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 161, 161, 761,761,81 173 , 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 18, 189। 190, 193 201, 202, 203, 4201,201,20,20,20 16 , 216 (), 218, 219, 221, 223, 224, 228, 228 (মি), 229, 259, 260, 261, 262। 263, 263 (), 264, 265, 266, 266, 720 274, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 294(), 296,31,31, 296,31(), 296,31,31 , 22 3 . 324, 325, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 314, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354, 367, 35, 35, 35, 36, 35, . 385, 388,403, 417, 418, 419, 426, 427, 428, 429, 430,431, 432, 433, 434, 435, 440,447, 448, 48, 48, 48, 48, 48, 5 9, 489(1), 489(3), 494. 497,498,500.501(), 502().506, 508,509,**

510 15. পুলিশ কর্মীদের দ্বারা একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়, তাদের পোস্টে একটি নামফলক লাগানো আবশ্যক।

16. কোন মহিলাকে অকারণে থানায় আটকানো হবে না।

17. জিজ্ঞাসাবাদের সময় থানায় আসা সমস্ত মহিলার দ্বারা অশ্লীল, অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হবে না এবং ধর্ষণের প্রমাণের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের সংবেদনশীল সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়া হবে এবং যতক্ষণ সময় থাকবে ততক্ষণ তাদের রিপোর্ট লিখবে। মহিলা পুলিশ।

18. ধর্ষণের শিকার মহিলার কোন আত্মীয়ের উপস্থিতিতে তার বক্তব্য নেওয়া হবে এবং তাকে যথাযথ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, যদি এটি সম্ভব না হয় তবে তাকে সাথে পাঠাতে হবে। মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে। **C.R.P.C.** এমন প্রতিবেদনের ধারা **2(ডি)** অনুযায়ী যা পুলিশ

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

ধারা **173 (2X1)** এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে **C.R.R.C** দ্বারা পাঠানো রিপোর্টকে পুলিশ রিপোর্ট বলা হয়, এতে মামলা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য রয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি অধিকারের **onaRell-**

1. ভারতীয় আইন অনুসারে, একজন নাগরিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। কোনো বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক নাগরিককে আইনের সমান সুরক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিটি নাগরিকের

জীবিকা অর্জনের অধিকার। **2.** প্রত্যেক নাগরিককে আইনের আদালতে তার মামলা উপস্থাপনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

3. যৌতুক বা অন্য কোনও কারণে যদি কোনও মহিলাকে লাঞ্ছিত করা হয় **(**কর্তৃপূর্ণ আচরণ**)** তবে তা ভারতীয় দণ্ডবিধির **498 (A)** ধারার অধীনে এফএলআর। নিবন্ধন করতে পারেন এবং আইনি সহায়তা পেতে পারেন

এ জন্য নারীরা কমিশনে যোগাযোগ করতে পারেন। **4.** একজন ব্যক্তির তার সাথে ঘটে যাওয়া নিপীড়ন, অবিচার এবং অধিকার থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করার আইনগত অধিকার রয়েছে।

5. জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য, যেকোনো ব্যক্তি তার অভিযোগ লিখিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে ডাকযোগে পাঠাতে পারেন।

6. পাবলিক প্লেসে বাধার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। **7.** জামিনযোগ্য মামলায় যদি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে তিনি

জামিনযোগ্য অধিকার দাবি করতে পারে। জন্য জামিন

মুক্তির আইনি ব্যবস্থা আছে।

8. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বিচারিক প্রমাণের জন্য তার শারীরিক পরীক্ষা করাতে পারেন।

ওয়ারিতা পুরান মাহতো পরিষদ

ব্যক্তির তার জীবন রক্ষা করার অধিকার আছে,

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

আপনার **(**কান্দি**)** ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে পারেন।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

কাজ মানবাধিকার কমিটি

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

0 প্রত্যেক ব্যক্তির তার জীবন রক্ষা করার অধিকার আছে, আক্রমণকারী বা ব্যক্তি তার নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে করণীয় বিভিন্ন অধিকার আছে।

10. গর্ভবতী মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, যার জন্য সাজা স্থগিত করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে।

11. প্রত্যেক ব্যক্তির **F.I.R.** এর বিনামূল্যে কপি পাওয়ার বিভিন্ন অধিকার

12. মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে, যদি অনুমোদিত সময়ের মধ্যে খালাস না হওয়া পর্যন্ত আপিল স্থগিত রাখার বিধান থাকে।

13. কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য দুবার শাস্তি পাবে না, যদি অপরাধটি পুনরাবৃত্তি না হয়।

14. প্রত্যেক ব্যক্তির তার গ্রেপ্তারের কারণ জানার অধিকার রয়েছে।

15. ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে **24** ঘন্টার বেশি আটকে রাখা যাবে না।

16. অভিযুক্তকে কারাদণ্ড দেওয়া হলে, তিনি আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

17. পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে **24** ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা না হলে, তিনি তার মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাসের রিট ব্যবহার করতে পারেন।

18. কারাগারের ম্যানুয়াল অনুসারে, বন্দী প্রতি মঙ্গলবার বা প্রতি বৃহস্পতিবার দু'জনের সাথে দেখা করতে পারে এবং আইনজীবীর অধিকার রয়েছে মক্কেলের **(**কান্দি**)** সাথে যখনই এবং যতবার তিনি চান দেখা করার।

তার **(**বন্দী**)** মক্কেলের সাথে দেখা করতে পারে।

19. একজন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, এমনকি যদি মজুরি দেওয়া হয়।

20. কারাগারে বন্দিদের শ্রমের পরিবর্তে মজুরি দেওয়ার বিধান রয়েছে, যা তাদের মুক্তির সময় দেওয়া হয়।

21. C.R.P.C. ধারা **509 (C.R.P.C.)** এর অধীনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। **C.R.P.C. 354** ধারায় এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

22. অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

23. কোন ব্যক্তিকে দাস হিসাবে রাখা যাবে না।

24. নারী বা শিশুদের অনৈতিক শ্রম করানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জোর করে তাদের কাছ থেকে নম্রতা আদায় করা বা তাদের পতিতাবৃত্তি করানো অপরাধ।

25. 14 বছরের কম বয়সী শিশুদের কারখানায় নিয়োগ করা উচিত নয়

যেতে পার

26. বৈবাহিক অবস্থার সময় ব্যক্তিগত বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এবং স্বামীকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। এভাবে একজন ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে বাধ্য করা যায় না।

27. 7 বছর বয়সী শিশুর দ্বারা করা কাজকে অপরাধের শ্রেণীতে রাখা যাবে না।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

28. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং আইনজীবীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানানোর অধিকার রয়েছে।

29. ফৌজদারি ধারা **47** অনুযায়ী, একজন মহিলা বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশির কাজ শুধুমাত্র মহিলা দ্বারা বা মহিলার উপস্থিতিতে করা যেতে পারে।

30. প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকার তার সম্পত্তি আইন, **1996** অনুযায়ী, স্বামীর অর্জিত সম্পত্তির অর্ধেক আয় এবং সম্পত্তির অধিকার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের দেওয়া হয়েছে।

31. হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-**1956** অনুসারে, স্বামীর অর্জিত সম্পত্তিতে স্ত্রী এবং তার সন্তানদের অর্ধেক আয় এবং সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

32. বিধবা পুত্রবধূকে তার শ্বশুরবাড়ির অর্জিত সম্পত্তির সঠিক মালিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

33. ভ্রূণহত্যা প্রতিরোধের জন্য মাটিয়া দণ্ডবিধির ধারা-**312**-এ বিধান করা হয়েছে। ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য প্রসবপূর্ব কৌশল প্রতিরোধ আইন **1994** পাস করা হয়েছে, যেখানে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা নারী ভ্রূণ হত্যা **(**গর্ভপাত**)** একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

34. F.I.R-এ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায় অনুসারে কোন থানায় প্রাথমিক নিবন্ধন করা হলে, যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে পুলিশ কর্মকর্তার গাফিলতি থাকলে তাদের লিখিত অভিযোগ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দেওয়া যেতে পারে।

35. নারী ধন প্রতিটি সংযুক্তি এবং নিলাম থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

36. প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে

কার্যধারা সম্পাদনের জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন।

মানবাধিকার **(**জীবনের সারাংশ**)**

আমাদের সংস্থার মূল উদ্দেশ্য: **1.** ভারত সরকার কর্তৃক পাস করা মানবাধিকার সুরক্ষা আইন **1993** প্রচার করা যাতে লোকেরা এটির সুবিধা নিতে পারে এবং মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

2. সমাজে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

3. সমাজের বিভিন্ন অংশের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকার/প্রশাসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং অন্যান্য স্তরে তাদের যথাযথ ন্যায়বিচার প্রদানের প্রচেষ্টা করা উচিত।

4. মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিবাদ করা।

5. সারাদেশে সংগঠনের কার্যালয় স্থাপন এবং মানবকল্যাণ, মানব শান্তি, মানবিক সম্প্রীতি, মানবিক ঐক্য ও মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা এবং সমাজের ব্যাপক দুর্নীতি দূরীকরণে সরকারি প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান।

6. সরকার কর্তৃক গঠিত দাঙ্গা বিরোধী কমিটিতে সক্রিয়

সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দূষণ, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদির অবসানে সরকারের সাথে সক্রিয় অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

7. নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, শারীরিক,

আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী পরিচালনা করা।

খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের চাহিদার প্রাপ্যতা এবং জনগণের উপকার ইত্যাদির জন্য সরকারের প্রতিটি কর্মসূচি ও পরিকল্পনায় সহযোগিতা করা।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

8. খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের চাহিদার প্রাপ্যতা এবং জনগণের উপকার ইত্যাদির জন্য প্রতিটি কর্মসূচি ও পরিকল্পনায় সরকারের সাথে সহযোগিতা করা।

পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষা

1. যেকোন ভিকটিম যে গড় আসে, তার রিপোর্ট লেখা হবে, এবং উপযুক্ত ধারার অধীনে চার্জ নথিভুক্ত করা হবে এবং প্রথম তথ্য রিপোর্টের একটি অনুলিপি বিনামূল্যে উপলব্ধ করা হবে। পুলিশ প্রবিধান)

2. থানায় আনা ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত বা অমানবিক আচরণ করা হবে না (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ)।

3. যদি কোন ব্যক্তিকে থানায় প্রমাণের জন্য ডাকা হয়, যুক্তিসঙ্গত ভ্রমণ খরচ দেওয়া হবে। ধারা **(160) C.P.C.** ফৌজদারি কার্যবিধির কোড

4. গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং তাকে তার পছন্দের স্বাধীনতা, অনুশীলনকারীর সাথে পরামর্শ এবং প্রতিরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। (ধারা **150)** ঘ.

5. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে **24** ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে।

করা হবে (ধারা **170) 6.** গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যখন থানায় হেফাজতে রাখা হয়

তাদের নিয়মানুযায়ী খাবার ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া হবে।

7. আন্ডারট্রায়াল বন্দীকে আদালতে হাজির করার সময়, কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় বা কারাগার থেকে স্থানান্তরের সময় আটক ব্যক্তিকে হাতকড়া পরানোর অনুমতি

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আদেশ পাওয়া উচিত নয়)

8. পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো ব্যক্তির মেডিকেল পরীক্ষা **48** ঘন্টার মধ্যে করতে হবে (মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট)

9. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যদি গ্রেফতারের সময় হালকা বা গভীর আঘাত পান, তবে সেই ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে এবং টেস্ট মেমো প্রস্তুত করা হবে, যাতে অভিযুক্ত এবং পুলিশ উভয়ের স্বাক্ষর থাকবে (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ)।

10. গ্রেপ্তারের পর প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার পরিচিতদের কাছে স্থানীয় টেলিফোনের সুবিধা থাকে তবে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হবে, যদি টেলিফোন না পাওয়া যায় তবে লিখিত চিঠির মাধ্যমে গ্রেপ্তারের তথ্য দেওয়া হবে। (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ)

11. যদি কোন ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে মারা যায়, তবে তার তথ্য অবিলম্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে পাঠানো হবে (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ)

12. কোনো অপরাধীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হলে অবশ্যই তার রশিদ দেওয়া হবে এবং সংযুক্ত মালামালও সুরক্ষিত থাকবে। (ধারা **51)** **D.P.No.**

13. যদি কোন ব্যক্তি জামিনযোগ্য অপরাধ করে থাকে, তবে অন্য কোন কারণ না থাকলে থানায় তার জামিন নেওয়া হবে (ধারা **(436)** ডিপি নং।

14. যেকোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পুলিশ কর্মীদের তাদের ইউনিফর্মে তাদের নাম ফলক পরতে হবে। (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ) **15.** কোন মহিলাকে থানায় অকারণে আটকানো হবে না। পুলিশ প্রবিধান)

16. মনের সময় আসা সমস্ত মহিলার সাথে
বিশ্ব কপিরাইট অভিযোগ

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

16. আগত সামসা মহিলাদের সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হবে না। এমনিতেই মানসিক ও শারীরিক কষ্টের শিকার নারীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এবং যতদূর সম্ভব তাদের রিপোর্ট মহিলা পুলিশ লিখবে এবং যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্তত মহিলা কনস্টেবলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে **(**মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ**)**।

17. সংক্ষুব্ধ মহিলার যে কোন পুরুষ আত্মীয়ের উপস্থিতিতে তার বক্তব্য নেওয়া হবে এবং তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর সময় তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। এই সময় না থাকলে মহিলা পুলিশ সদস্যের সাথে থাকা নিশ্চিত করা হবে **(**মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ**)**

18. শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। অনুবাদ **21** ভারতীয় সংবিধান**)**

19] শ্রমিকদের বিশেষ করে তাদের মহিলাদের সমস্যা সংবেদনশীলতার সাথে শোনা হবে। পুলিশ প্রবিধান**)**
রাজনৈতিক

বোলপুর,শান্তিনিকেতন,বীরভূম

দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত অপরাধের জন্য ভারতীয় শাস্তি

আইন ও অপরাধের প্রধান ধারা

কুমার উপাধ্যায়ের রাজস্থানে বিশ্বাধিকার পরিষদ।

লখনউয়ের গর্ব

সার্বজনীন অনুচ্ছেদ-১ মানবাধিকার

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রচার করার জন্য প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যদের সাথে যৌথভাবে অধিকার রয়েছে।

ধারা **2**

প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য চুলের পাশাপাশি এমন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক,

হাওড়া সেতু,কলকাতা,পশ্চমবঙ্গ

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

সমস্ত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা, প্রচার এবং প্রয়োগ করা, যা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, সেইসাথে আইনি গ্যারান্টি প্রদান করা যা নিশ্চিত করে যে এর এখতিয়ারের মধ্যে থাকা সমস্ত ব্যক্তিরা ব্যবহারিকভাবে উপভোগ করতে সক্ষম। এই সমস্ত অধিকার এবং স্বাধীনতা, উভয় পৃথকভাবে এবং অন্যদের সাথে সহযোগীতায়।

বর্তমান ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার এবং স্বাধীনতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি রাজ্য প্রয়োজনীয় আইনী, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-**3**

মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সনদ এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় আইন হল এমন একটি আইনি কাঠামো যার মধ্যে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাগুলি কার্যকর করা এবং প্রয়োগ করা হয় এবং সেই অধিকারগুলি রক্ষা করতে হবে।

ধারা **3**

বর্তমান ঘোষণাপত্রে এমন কোনো ঘোষণাকে নিষিদ্ধ করা যা জাতিসংঘের সনদের উদ্দেশ্য ও নীতি বা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উপকরণ এবং এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির বিধানকে ক্ষুন্ন বা বিরোধিতা করে। এটি করা বা অসম্মান করা বিবেচনা করা হবে না।

ধারা **4**

মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার এবং তাদের

প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে এবং অন্যদের সাথে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে, সুরক্ষার উদ্দেশ্যে

(ক**)** শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হওয়া এবং ছত্রভঙ্গ হওয়া।

খ**)** বেসরকারী সংস্থা, সমিতি বা গোষ্ঠী গঠন করুন, যোগদান করুন এবং অংশগ্রহণ করুন।

(গ**)** বেসরকারী বা আন্তঃসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ **5 -** প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যদের সাথে মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে-

ক**)** সমস্ত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাগুলি সম্পর্কে জানার এবং প্রাপ্ত করার অধিকার, যার মধ্যে সেই অধিকারগুলি এবং স্বাধীনতাগুলি কীভাবে দেশীয় আইনি, বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা**(**গুলি**)** তে প্রয়োগ করা হবে তা সহ তথ্য পাওয়া অন্তর্ভুক্ত।

খ**)** প্রত্যেকেরই মানবাধিকার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক উপকরণে প্রদত্ত সমস্ত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ, মতামত প্রকাশ, তথ্য প্রদান এবং জ্ঞান প্রচার করার অধিকার রয়েছে।

গ**)** সকল প্রকার মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা

অধ্যয়ন, আলোচনা, মন্তব্য, সম্মতি সম্পর্কিত মতামত প্রকাশ করা, আইনগত এবং ব্যবহারিক উভয়ই, এবং অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ধারা-**6**

প্রত্যেকেরই সর্বত্র আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-**7**

প্রত্যেকেরই মানবাধিকার সম্পর্কিত নতুন ধারণা এবং নীতিগুলিকে পৃথকভাবে এবং অন্যদের সাথে মেলামেশা করার এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে সমর্থন করার অধিকার রয়েছে।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ধারা-**8**

1. প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে এবং অন্যদের সাথে যৌথভাবে, কোনো বৈষম্য ছাড়াই, তার দেশের সরকার ও জনসাধারণের বিষয়ে কার্যকর প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

2. এর মধ্যে রয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ব্যক্তি এবং অন্যদের সাথে সহযোগিতায়, সরকারী সংস্থা এবং সংস্থা এবং সংস্থাগুলি জীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত, তাদের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য সমালোচনা এবং প্রস্তাবনা পেশ করা এবং তাদের কাজের এ জাতীয় যে কোনও দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার, সুরক্ষা এবং উপভোগে বাধা দেয় এমন কিছু করার অধিকার রয়েছে।

ধারা **9**

1. প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, স্বতন্ত্রভাবে এবং অন্যদের সাথে মেলামেশা করে, উল্লেখিত মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং প্রচার সহ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার উপভোগে কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে তার অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। বর্তমান ঘোষণার জন্য

2. এই লক্ষ্যে, প্রতিটি ব্যক্তি যার অধিকার বা সুযোগ-সুবিধাগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তার অধিকার থাকবে, ব্যক্তিগতভাবে বা বিধিবদ্ধভাবে অনুমোদিত প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং যোগ্য বিচার বিভাগীয় বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করার এবং অভিযোগ দায়ের করার। এই ধরনের কর্তৃপক্ষের সামনে একটি গণশুনানিতে অবিলম্বে অভিযোগ পর্যালোচনা করার এবং আইন অনুসারে, এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সহ, এবং বিলম্ব না করে, যার অধিকার রয়েছে তার কাছে তার অভিযোগের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বা স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

পুরস্কার পাওয়ার অধিকার।
3. এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যদের সাথে মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে:-

(ক) গার্হস্থ্য বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক বা আইনী কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের আইনী ব্যবস্থা দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে, অভিযোগ বা অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ের মাধ্যমে, কোন কর্মকর্তা এবং সরকারী সংস্থার নীতি ও কর্মের বিষয়ে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের জন্য; অভিযোগ করার জন্য, কোন বিলম্ব না করে, সেই অভিযোগের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত দিন।

খ) জাতীয় আইন এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিশ্রুতিগুলির সাথে তাদের সম্মতির বিষয়ে একটি মতামত গঠনের জন্য জনশুনানি, কার্যপ্রণালী এবং বিচারে অংশ নেওয়া;

গ) মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় পেশাগতভাবে যোগ্য আইনি সহায়তা বা অন্যান্য সম্পর্কিত পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান।

4. এই উদ্দেশ্য অনুসরণে এবং উপযুক্ত আন্তর্জাতিক উপকরণ এবং পদ্ধতির সাথে সম্মতিতে, প্রতিটি ব্যক্তি, পৃথকভাবে এবং অন্যদের সাথে, বিশেষ দক্ষতার সাথে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে আদান-প্রদান করবে। বিনামূল্যে অ্যাক্সেস এবং যোগাযোগ.

5. যখন বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে একটি রাষ্ট্রের এখতিয়ারের অধীনে কোনো অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে, তখন রাষ্ট্র একটি অবিলম্বে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করবে বা এই ধরনের তদন্ত করা নিশ্চিত করবে।

বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল

যুক্তি-**10**
আপনার থেকে
বিশ্ব মানবাধিকার পশ্চিম

লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্র দায়ী। এছাড়াও, কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা মানবিক হয়ে ওঠে।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ধারা-**10**

তার কাজ করতে ব্যর্থ হলে কোনো মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হবে না এবং কেউ তা করতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যদের সাথে যৌথভাবে তার ব্যবসা বা পেশা আইনত প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যার পেশা অন্যদের মর্যাদা, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করতে পারে তাদের অবশ্যই সেই অধিকার এবং স্বাধীনতা এবং প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান এবং ব্যবসার নিয়ম বা নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে।

অনুদ

1. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ক্রিয়াকলাপে শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে, পৃথকভাবে এবং অন্যদের সাথে যৌথভাবে

2. রাষ্ট্র, কোনো ধরনের সহিংসতা, আর্থিক প্রতিশোধ, প্রকৃত বা আইনগত প্রতিকূল বৈষম্য, জবরদস্তি বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের কর্তৃত্বের মাধ্যমে, যা বর্তমানে উল্লেখিত অধিকারের আইনানুগ ভোগকে প্রভাবিত করবে। ঘোষণা, পদক্ষেপ নেব

3. এই প্রেক্ষাপটে, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে এমন কাজগুলির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কার্যকলাপ ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

তাদের জন্য রাষ্ট্র দায়ী। মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সাথে জড়িত সহিংসতার ঘটনার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ করার জন্য জাতীয় আইনের অধীনে কার্যকরভাবে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার একজন ব্যক্তির রয়েছে।

ধারা-**13**

বর্তমান ঘোষণার অনুচ্ছেদ অনুসারে মানব ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সার্বভৌম চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পদের অনুরোধ, গ্রহণ এবং ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যদের সাথে সহযোগিতার অধিকার রয়েছে।

ধারা **14**

1. রাষ্ট্রের এখতিয়ারের মধ্যে সকল ব্যক্তির নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রচারের জন্য জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রচারের জন্য আইনী, বিচারিক, প্রশাসনিক বা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব।

2. এই ধরনের ব্যবস্থা, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত করবে।

3. জাতীয় আইনী ও প্রবিধান এবং প্রাসঙ্গিক মৌলিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপকরণগুলি প্রকাশ এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করা

উপলব্ধ করা

4. যেসব রাষ্ট্রে একটি রাষ্ট্র মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির একটি পক্ষ। আন্তর্জাতিক নথিগুলিতে সম্পূর্ণ এবং অভিন্ন অ্যাক্সেস প্রদান করা, যার মধ্যে চারটি এবং এই ধরনের সংস্থাগুলির কার্যপ্রণালীর অফিসিয়াল রিপোর্ট জমা দেওয়া পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদনগুলি সহ।

ওয়ার্ল্ড ফানম্যানলাইটিন কাউন্সিল

3. আপনার এখতিয়ার

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

3. মানবাধিকার কমিশন বা অন্যান্য ধরণের জাতীয় মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সহ লোকপাল মানবাধিকার কমিশন বা অন্যান্য ধরণের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের এখতিয়ারের অধীনস্থ সমস্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ করা। তাদের এখতিয়ার প্রদান এবং সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।

শিক্ষার সকল স্তরে মানবাধিকার ও মৌলিক শিক্ষার প্রচার ও সুবিধা প্রদান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এছাড়াও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীরা তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মানবাধিকার শিক্ষার উপযুক্ত উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তা নিশ্চিত করুন।

ধারা **10**

ব্যক্তি, বেসরকারি সংস্থা এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্ত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নে সাধারণ জনগণের মধ্যে বৃহত্তর সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যাতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং পটভূমির মানুষ। এই অঞ্চলের সমাজ রামি জাতি এবং সমস্ত জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার জন্য, তারা যে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাজ করে তাদের বিবেচনায় নিয়ে।

ধারা **17**

এই ঘোষণায় উল্লেখিত অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে শুধুমাত্র সেই পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকবে যতটা প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি এবং সম্মান সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়।

বিশ্ব মানবাধিকার কর্মী
এটি সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বের করা হয়।

ধারা-**18**

1. যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ ও পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে তা একটি প্রতীক।

2. ব্যক্তি ও গণতন্ত্রের সুরক্ষা, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার এবং গণতান্ত্রিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও উন্নতিতে **ROT**-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

3. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং অন্যান্য মানবাধিকার উপকরণে যে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে অধিকার এবং স্বাধীনতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যক্তি গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও প্রতিটি ব্যক্তির অধিকারের প্রচারে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

ধারা **19**

বর্তমান ঘোষণার মধ্যে থাকা কোন কিছুই ব্যক্তি বা সমাজের কোনো অংশ বা কোনো রাষ্ট্রকে বর্তমান ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করার লক্ষ্যে যে কোনো কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার কোনো অধিকার প্রদান করা হবে না।

গর্ত-**20**

বর্তমান ঘোষণার মধ্যে থাকা কোনো ঘোষণাকে রাষ্ট্রগুলিকে ব্যক্তি, ব্যক্তিদের গোষ্ঠী বা বেসরকারি সংস্থার কার্যকলাপকে সমর্থন ও প্রচার করার অনুমতি দেয় যা যোগাযোগে থাকা বিধানের বিপরীতে।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস কাউনেট

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ

ভিতরে রাজা 143 বর্ণনা
বেআইনি লোক সমাবেশ। বিপজ্জনক অস্ত্র বহনকারী লোকদের জমায়েত
ছয় মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড 144
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড 145 147
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
উপরে
তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড 148 149

আদেশ থাকা সত্ত্বেও বেআইনি সমাবেশ
ঘটে।
দাঙ্গা করা (দাঙ্গা)।

বিপজ্জনক অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা। যদি একটি অপরাধ বেআইনি সমাবেশ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহলে জনতার প্রত্যেক সদস্য অপরাধের জন্য দোষী।

এর ক্যাটাগরিতে আসবে অর্থের মাধ্যমে অর্থাৎ লোকেদের ভাড়ায় ডেকে
বেআইনি জনসমাগম। আদেশ থাকা সত্ত্বেও পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ।

দাঙ্গা প্রতিরোধ করার সময় একজন সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা বাধা দেওয়া উপর 150 উপরে 151

ছয় মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
152 ঢেলে 153
তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়
15375 153

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে এক হাজার টাকা জরিমানা || 154 157
দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা।
বিদ্রোহীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা। , জাতীয় সংহতির মডেল প্রভাবক

একটি বক্তৃতা প্রদান।
বিদ্রোহের তথ্য দেবেন না।

অবৈধ জমিতে আনা ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া বা লুকিয়ে রাখা।
দাঙ্গায় অংশগ্রহণ/অবৈধভাবে আনা অস্ত্র ব্যবহার করা।

দাঙ্গা করতে
একটি অপরাধের উদ্দেশ্যে পাবলিক মামলা
তিন মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
158
এক মাসের কারাদণ্ড বা এক টাকা জরিমানা বা উভয়ই তিন মাসের কারাদণ্ড বা দুইশত টাকা জরিমানা বা উভয়
160 171
অধিকারী
এক বছরের জন্য কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয়, অথবা, শুধুমাত্র আতিথেয়তা হিসাবে গ্রহণ করা হলে, শুধুমাত্র জরিমানা।

বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল

বিশ্ব মানবাধিকার অভিযোগ

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ

প্রবাহ

[171 ডি **171 1718 17139 193 203**

নির্বাচনী খরচের হিসাব না রাখা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করা।

209 212

একটি অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান। আদালতে মিথ্যা দাবি করা। অপরাধীকে লুকিয়ে রাখে

লুকিয়ে থাকা ডাকাত-ডাকাত।

216 216(ক**) 228 228(**ক**) 264 273 277 279 281 290 292**

যে জেল থেকে পালিয়েছে। বিচারিক কার্যক্রমে বসা কোনো কর্মকর্তাকে অপমান করা বা বাধা দেওয়া।

আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্যধারা গোপন করা।
ত্রুটিপূর্ণ লক বোল্ট ইত্যাদি খাদ্য এবং পানীয় বিক্রি যে জেনে

এখনো বিক্রি করার মত নয়। জনসাধারণের জলের উত্স দূষিত করা।
ভুল পথে রাস্তায় গাড়ি চালানো বা ঘোড়ায় চড়া যা একজন ব্যক্তির জীবনকে বিপদে ফেলে।

ভয়-সৃষ্টিকারী আলোর চিহ্ন বা প্রদর্শন।
মানুষের জীবনের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। অশ্লীল বই বিক্রি।

বিশ্ব বর্ণনা রাজা ঘুষ খায়।
অবৈধভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা। নির্বাচন সংক্রান্ত মিথ্যা বক্তব্য

দেন। ফাইন।
এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

ফাইন।
পাঁচশ টাকা জরিমানা।

সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই সাত বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়
ছয় মাসের কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা জরিমানা বা

উভয়.
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ছয় মাস কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়

তিন মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়

সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
দুইশ টাকা জরিমানা। প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হলে দুই বছরের কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা, পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তীতে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা।

25

বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলন

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ
প্রবাহ রাজা
ছোট বাচ্চাদের কাছে অতীতের বই বিক্রি করা।

293
প্রথম দোষী সাব্যস্ত হলে তিন বছর এবং দুই হাজার টাকা

এবং সাত বছর পর্যন্ত জরিমানা এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দ্বিতীয়বার বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হলে দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়
294 294 295

দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
অশ্লীল গান গাওয়া |

লটারি অফিস রাখা বা লটারি সংক্রান্ত কোনো ধরনের প্রকাশনা করা।
কোন শ্রেণীর কাজের অপমান করা **[ক]** পবিত্র জিনিসের সম্মান বা ধ্বংস করা **/** পবিত্র করা।

কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিপ্রায়ে কোনো কথা বলা, শব্দ করা বা এ জাতীয় কোনো বস্তু রাখা।

298
এক বছরের জন্য জরিমানা বা উভয়
302 হত্যা
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা।
মৃত্যুদণ্ড **303**

মৃত্যুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও **(**কারাগারে**)** হত্যা করা।
304 ক
হুট করে মরে যাওয়া। যৌতুকের জন্য খুন।
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়

304 খ **305**
একটি শিশু বা একটি প্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা আত্মহত্যা.
সাত বছরের কম নয় তবে যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
306 307

আত্মহত্যার প্ররোচনা বা প্ররোচনা।
হত্যার চেষ্টা অপরাধী মানুষের সেল
দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা

উপরে
তিন বছরের জন্য জরিমানা বা উভয়
308 করছেন। **309 311**

312

মহান করতে
প্রতারণা করতে
জোর করে গর্ভপাত করানো বা করানো।
নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভপাত; গর্ভপাতের সময় মৃত্যু।

সাধারণ জরিমানা এক বছরের জন্য বা যাবজ্জীবন এবং তিন বছরের জন্য জরিমানা বা যাবজ্জীবন বা দশ বছরের কারাদণ্ড এবং দশ বছরের জরিমানা উভয়ই

acc 314
ভারতীয় দণ্ডবিধির

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ

গজ প্রবাহ **315**
দশ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়
এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
316 323

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় **324 325**

সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা
326 বর্ণনা

একটি শিশুকে জীবিত হতে বাধা দিন
নাকি জন্মের পর মারা যায়। মৃতদেহের গোপন শ্রদ্ধার মাধ্যমে তার জন্ম

লুকানোর জন্য
একজন ব্যক্তির শারীরিক আঘাতের কারণ। বিপজ্জনক অস্ত্র বা সরঞ্জাম
থেকে শারীরিক আঘাত
শরীরের যে কোন অংশে গুরুতর আঘাত এবং হাড় ভেঙ্গে যাওয়া
বিপজ্জনক অস্ত্র এবং উপায় দ্বারা শরীরের. সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিসপত্র অর্জন করতে

অপরাধ সংগঠন
অপরাধ সংগঠন ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ওষুধ দেওয়া।

একজন সরকারী কর্মচারীকে **(**সরকারি কর্মচারী/কর্তৃপক্ষ**)** তাকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো।

এমন কাজ করা যাতে মানুষের জীবনের বিপদ হয়। **,** একজন ব্যক্তির দ্বারা কাজ করা যা মানুষ

জীবনের বিপদ হতে পারে। যানবাহন মানুষের জীবনের জন্য বিপদ ডেকে আনছে **327**
দশ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা
328 উপরে

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **332**
তিন বছরের কারাদণ্ড বা আড়াইশ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **336**

চামারার কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **337**

দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
338 341

এক মাসের সরল কারাদণ্ড বা পাঁচ টাকা জরিমানা বা
উভয় **346** করছেন।

একটি গোপন স্থানে বা অবৈধ উপায়ে জোরপূর্বক আটক
সঙ্গে বন্ধ

সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি কাজে বাধা প্রদান।
একজন মহিলাকে অপমান করার জন্য হামলা বা অপরাধমূলক অভিপ্রায়

দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **353**
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **354**

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ
বর্ণনা
শক্তি প্রয়োগ করতে **(355**

কোনো ব্যক্তিকে অসম্মান বা অপমান করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা অপরাধমূলক শক্তির ব্যবহার। **356**

সম্পত্তির প্রথম বা সর্বাগ্রে চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে একজন ব্যক্তির দ্বারা আক্রমণ বা অপরাধমূলক শক্তির ব্যবহার।

কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে হামলা বা অপরাধমূলক শক্তির ব্যবহার। অপহরণ। **357 363** ক অঙ্গচ্ছেদ পারে **364**

হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ। **364a 365**
মুক্তিপণের জন্য অপহরণ। গোপনে একজন ব্যক্তিকে অপহরণ করা এবং
366

অবৈধ আটক। গোপনে একজন ব্যক্তিকে অপহরণ এবং বেআইনিভাবে আটক করা। **366** একটি **366 5**

অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে অপহরণ। বিদেশি মেয়ে কেনা বা আমদানি করা।
367 368 369 370

থেকে অপহরণ করতে ক্রীতদাস হিসাবে একজন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা
দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
এক বছরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা।
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা। সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

একজন ব্যক্তির দাসত্বে অপহরণ

করছেন।

দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা

, অপহৃত ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখা। সন্তানের সম্পত্তি নেওয়ার উদ্দেশ্য

দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

উপরে

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ
প্রবাহ রাজা **371**

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা দশ বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানা **372** বর্ণনা
চাকরি নিয়ে অমানবিক আচরণ। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিক্রি করা
ভাড়া পতিতাবৃত্তির জন্য সম্পত্তি ক্রয় বা
দেবনা। অবৈধ শ্রম **373** উপরে **374 376** ধর্ষণ

এক বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা দুই বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় **376** ক

দুই বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড **376 7**
পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড **3761**
পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড **3767**

পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড **377 379**
বিচ্ছেদের সময় একজন পুরুষের দ্বারা তার স্ত্রীর সাথে, যার বয়স **12** বছরের কম, যৌন মিলন

স্ত্রীর সাথে সেক্স করা।
সরকারী কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্তৃক তার সুরক্ষায় রাখা মহিলার সাথে যৌন সঙ্গম। জেল ওয়েটিং রুমের অফিস সুপার ও সুপারিনটেনডেন্টের মিলন।

হাসপাতালের একজন মহিলার সাথে হাসপাতালের ব্যবস্থাপক ইত্যাদির সহবাস। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ
শিশু
মালিকের দখলে কেরানি বা ভৃত্য দ্বারা ভবন, তাঁবু বা জলাশয়ে চুরি
সম্পত্তি চুরি চুরির জন্য হামলা। সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে লুট)
রাস্তার অপরাধ

ডাকাতির চেষ্টা করেছে শরীরের চর্বি ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রদান করা
ডাকাতিতে হত্যা

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বা দশ বছরের কারাদণ্ড, এবং জরিমানা, বা তিন বছরের কারাদণ্ড, এবং জরিমানা, বা উভয়, সাত বছরের কারাদণ্ড, এবং জরিমানা, বা উপরোক্ত উভয় **380 381 382 392**

দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় **393**

সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা জরিমানা বা যাবজ্জীবন অথবা দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা **394 395**

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ উপরোক্ত মৃত্যু অথবা দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং

396

বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল
বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলন
ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ
বর্ণনা রাজা নং.প্রবাহ ফাইন
অনূর্ধ্ব সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা।
উপরে **397 398 399 400**

দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা।
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা। সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা।

সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা **401 402 413 414**
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা তিন বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দণ্ড তিন বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয়ই সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা এবং উভয় **419 420**

খুন ডাকাতি ও ডাকাতি
বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি বা ডাকাতি করা চেষ্টা কর.
ডাকাতির পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি। গ্যাং ডাকাত **(**সংগঠিত অপরাধ**)**।

জিং চুরি হয়েছে।
ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ হল চুরি হওয়া সম্পত্তি গ্রহণ করা।

চুরি করা জিনিস বিক্রি বা কেনা। চুরির মালামাল লুকিয়ে রাখা। প্রতারণা
নথিতে জালিয়াতি এলোমেলো করতে

সম্পত্তি ঋণদাতাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে প্রতারণা দ্বারা গোপন করা।
পঞ্চাশ টাকা বা তার বেশি পরিমাণে খারাপ ব্যবহার ও অসদাচরণ
ক্ষতি
দশ টাকা বা ততোধিক মূল্যের যে কোনো পশুকে হত্যা করা, বা বিষ প্রয়োগ করা বা পঙ্গু করা।
অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে যেকোন প্রাঙ্গনে জোরপূর্বক প্রবেশ।

বাড়িতে জোর করে রাতে একটি বাড়িতে ভাঙ্গন বা
গ্রহ অনুপ্রবেশ দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
421 426

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় **427** উপরে **428**

তিন মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড **447 448**

এক বছরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে তিন বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। **456 465**

দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা যাবজ্জীবন বা সাত বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা উভয়ই **477**
মিথ্যা বিল তৈরি বা ধ্বংস করা।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

30 ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রধান ধারা এবং অপরাধ প্রবাহ
490 করছেন। প্রকাশনার নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অস্বীকৃতি
বর্ণনা **493**
কেউ | একজন পুরুষ কর্তৃক অবৈধ বিবাহ। করুন এবং আত্মবিশ্বাসে নিন
করছেন।

স্বামী বা স্বামী হয়ে পুনরায় বিবাহ করা। বিবাহিত মহিলার প্রতি নিষ্ঠুর বা অমানবিক **494 498** চিকিত্সা **498**
কে

অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে যাওয়া বা অবৈধভাবে আটক করা। **500 504** শান্তি
স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাউকে মানহানি করা
অপমান করা. **505 506**

মিথ্যা বক্তৃতা বা ম্যাকাও ভাষণ দেওয়া। হুমকি **507 508 509** বেনামে হুমকি দেয়
জোর করে কাউকে প্রসাদ খাওয়ানো। নারী ও যেকোনো অংশকে অসম্মান করা। রাইটস কাউন্সিল হিউম্যান
ভিএমপি মান্দা

দুইশত টাকা জরিমানা রাজা দশ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়
সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা। দুই বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।
তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়। এক বছরের জন্য সরল কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয়ই উপরোক্ত ধারায় শাস্তির পাশাপাশি এক বছরের জন্য সরল কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

নারীদের জানাটাও জরুরি যে, আজ যেখানে নারীরা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যৌন হয়রানির শিকারও হচ্ছে।

নারীর স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন আইনে এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বেশিরভাগ মহিলাই এই ধরনের আইন সম্পর্কে জানেন না। এটা জানা জরুরী।

ধারা **366:** যদি কোনো মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়, বা শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করা হয়, বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত। জরিমানাও দিতে হবে।

ধারা **366 (ক)** যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নাবালিকা মেয়েকে **(**আঠার বছরের কম বয়সী**)** তাকে যৌন মিলনের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে, তাহলে তাকে দশ বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, এবং জরিমানাও দিতে হবে।

ধারা **366 (**বি**) (**বিদেশ থেকে একটি মেয়ে শিশু আমদানি করা**)** যে কেউ **21** বছরের কম বয়সী কোনো মেয়ে শিশুকে ভারতের বাইরের কোনো দেশ থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে শারীরিক মিলনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে যেকোন একটি বর্ণনার জন্য একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড যা দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

ধারা **372 [**পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে একজন নাবালিকাকে বিক্রি করা, ইত্যাদি। যে কেউ আঠারো বছরের কম বয়সী কোনো মেয়ের পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নাবালিকাকে কেনে, যে কেউ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আঠারো বছরের কম বয়সী কোনো নারীকে ক্রয় করে তাকে **10** দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বছরের জরিমানা এবং জরিমানা হতে পারে।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ

ধারা **377:** পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কেনা: যে কেউ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে **18** বছরের কম বয়সী কোনও মহিলাকে ক্রয় করে, তাকে **10** বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ধারা **375** ধর্ষণ একজন পুরুষ যে নিম্নোক্ত ছয়টি অবস্থার যে কোন একটিতে একজন মহিলার সাথে যৌন সঙ্গম করে সে ধর্ষণ করে:

1. মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে **2.** মহিলার সম্মতি ছাড়া।
3. তার ইচ্ছায়, কিন্তু ভয় দেখিয়ে ইচ্ছাটি পাওয়া গেছে।
4. মহিলার সম্মতিতে যখন পুরুষ জানে যে সে মহিলার স্বামী নয় এবং মহিলা সম্মতি দেয় কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে একজন পুরুষ যাকে সে বিয়ে করতে পারে।

5. মহিলার সম্মতিতে, যখন এই ধরনের সম্মতি দেওয়ার সময় এটি বিকৃত ইমেজ বা স্নেহ বা পুরুষের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে বা অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত যে কোনও নিপীড়ক বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট হয় যার জন্য এটি সম্মত হয় প্রকৃতি এবং এর পরিণতি বুঝতে অক্ষম।

তার সম্মতি সহ বা ছাড়াই যখন তার বয়স **18** বছরের কম।
ধারা **376** যে কেউ ধর্ষণ করবে সে বর্ণনার জন্য যাবজ্জীবন বা দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

জরিমানা সহ শাস্তিযোগ্য হবে।
ধারা **376 (ক)** আলাদা থাকার সময় একজন পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক মিলন। শাস্তি দুই বছর এবং জরিমানা।

ধারা **376 (b)** সরকারি কর্মচারী তার হেফাজতে থাকা ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে। ৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

ধারা **376(c)** জেল সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা করা, প্রত্যাবাসন হোম ইত্যাদি। দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

ধারা **493:** একটি বৈধ বিবাহের প্রতিশ্রুতি দ্বারা একটি বিশ্বাস অর্জনের জন্য একজন পুরুষের যে কোন প্রচেষ্টা, দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এমন মেয়াদের জন্য যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে, এবং জরিমানাও দায়বদ্ধ।

ধারা **494:** প্রথম বিয়ে গোপন করে দ্বিতীয় বিয়ে। সাত বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।
ধারা **496** বৈধ বিয়ে ছাড়াই প্রতারণামূলকভাবে বিয়ে করার জন্য সাত বছরের শাস্তি এবং জরিমানা।

ধারা **497** ব্যভিচার যদি কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যৌন সঙ্গম করে যেটি অন্য পুরুষের স্ত্রী, এবং যিনি অন্য পুরুষের স্ত্রী বলে পরিচিত, তবে তা ধর্ষণের পরিমান হবে না, তবে এটি ব্যভিচারের অপরাধ হবে। পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

ধারা **498** অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে বিবাহিত মহিলাকে প্রলুব্ধ করা বা আটক করা। দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান

ধারা **498 (**ক**)** যে কেউ একজন মহিলাকে তার স্বামীর আত্মীয় হওয়াতে নিষ্ঠুরতার শিকার করে, তাকে তিন বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, এবং জরিমানাও দিতে হবে। নিষ্ঠুরতার অর্থ হল **(**ক**)** ইচ্ছাকৃত আচরণ যা এমন প্রকৃতির যে মহিলাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করা বা মহিলার জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর আঘাত **(**হোক মানসিক বা শারীরিক**)** ঘটানো বা বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করা।

(খ**)** কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান নিরাপত্তার কোনো দাবি মেনে নিতে তাকে বা তার কোনো আত্মীয়কে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে হয়রানি করা বা কোনো কারণে কোনো নারীকে হয়রানি করা।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ
যে তার কোন আত্মীয় এই ধরনের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে. উত্তরাধিকার আইনেও পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্ত্রী ও মা ইত্যাদি।

যৌতুক আইনের অপব্যবহার

বর্তমান সমাজে দেহের অনুপাত দিন দিন বাড়ছে। যৌতুক নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ বিভাগ প্রতিটি জেলায় **CAW** সেল গঠন করেছে। **CAW** রাতে আমি আমার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারি না। উকিল মহিলা **C.A.W.** রোল ধারা **498 (A) I.P.C.** এ মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে যৌতুক। অপব্যবহার করছে বেশিরভাগ নারীই মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে শ্বশুরবাড়ির পুরো পরিবারকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে। এ ছাড়া দূরের আত্মীয়দের নামও নেওয়া হয়।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাদের জীবন ও সম্মান বাঁচাতে অভিযোগকারীকে টাকা দেয়। পুলিশ কর্মকর্তাদের তদন্তও পুরোপুরি সঠিক নয়।

এসব পুলিশ কর্মকর্তারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যা অভিযোগে মামলা করেন। ধারা **498(a) I.P.C.** নারীর সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমাকে যুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু নারীরা এই ধারার অপব্যবহার করছে।

করা অভিযোগের অধিকাংশই অনেক দীর্ঘ শেখা এবং আইনি পরামর্শের উপর ভিত্তি করে। মানবাধিকার সুরক্ষায়

পুলিশের ভূমিকা

মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ হল পুরীর মতো, পুলিশ হল বিচার ব্যবস্থার প্রথম ধাপ, তাই মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের প্রধান দায়িত্ব, এই কথা মাথায় রেখে ভারতের সংবিধান

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন সংবিধানের অধীনে প্রতিটি নাগরিককে সুরক্ষা প্রদান, বন্যভাবে গ্রেপ্তার করা, গ্রেপ্তারের **24** ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা, জামিনে মুক্তি দেওয়া, সময়কালে নিষ্ঠুর ও নিষ্ঠুর। অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি পুলিশ ম্যানুয়ালেও পুলিশের অতিরিক্ত বল প্রয়োগের একটি রোগ আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের জন্যও করা হয়েছে আচরণবিধি **(১৯৮৫)**।

পুলিশ হল যে কোনো রাজ্য সরকারের নির্বাহী শাখা, যার প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য, পুলিশ বাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং ন্যায়বিচারের সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি ব্যক্তির মানবাধিকার রক্ষা করা যায়। এর পাশাপাশি একজন ব্যক্তির মানবাধিকার রক্ষার জন্য যাতে পুলিশ অন্য কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে সেজন্য পুলিশকে মানবাধিকার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে হবে।

পুলিশের অর্থ **(পুলিশ):**
<-পুলিশ শব্দের প্রতিটি অক্ষরের অর্থ
যেতে পারে. আনুগত্য] আনুগত্য দায় বুদ্ধিমান পৃএল **1**
C E দক্ষ টি

"ইংরেজি শব্দটি মূলত একটি সভ্য সমাজ বা সংগঠিত অর্থ প্রকাশ করে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক সমাজে, পুলিশ মূলত আইনের এজেন্সি হিসেবে কাজ করে জনগণের স্বার্থ ও শাসন রক্ষা করার জন্য। সাধারণ নাগরিকদের মতো পুলিশকেও তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা। পুলিশ আধুনিক সমাজের একটি সাধারণ কাজ যা ব্যক্তির সমস্ত ইন্টারেক্টিভ পরিবেশ এবং সামাজিক সম্পর্কের যথাযথ প্রশাসন বজায় রাখা।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ
একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে।
পুলিশের আচরণবিধি

1985 সালে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পুলিশের জন্য বেস কোড, এই কোডটি ভারতীয় পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করেও তৈরি করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে **12**টি নিয়ম কোডে যুক্ত করা হয়েছিল পুলিশ কমিশনের সেই নিয়মগুলো নিম্নরূপ-

পুলিশের অবশ্যই ভারতের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকতে হবে এবং এর দ্বারা সুরক্ষিত নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করতে হবে।
পুলিশে যথাযথভাবে প্রণীত আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং আতিথেয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।

পুলিশকে তার অধিকার ও কার্যাবলীর সীমা চিনতে হবে, বিচার বিভাগের নিজের কাজ করা উচিত নয়।

আইনের অধীনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সময়, পুলিশকে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যখন পরামর্শ ও সতর্ক করার প্রয়োজন হয়, তখন যথাসম্ভব বোঝানোর পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং নিভিয়ে ফেলা।

পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব হল অপরাধ ও বিশৃঙ্খলার দ্রুত প্রতিরোধ করা।পুলিশের স্বীকার করা উচিত যে তাদের দক্ষতার পরীক্ষা উভয় পরিস্থিতির উদ্ভব রোধে নিহিত, তাদের মোকাবেলায় শক্তি প্রয়োগে নয়।

পুলিশকে চিনতে হবে যে এটি জনসাধারণেরও একটি অংশ।
পুলিশ যেন তার দায়িত্বে সফলতা অনুভব করে

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

জনগণের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।
পুলিশকে সর্বদা জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সব সময় নিজের চেয়ে পুলিশের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করা

জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।
পুলিশকে নিজের দায়িত্ব না দিয়ে প্রথমে দায়িত্ব দিতে হবে। বিপদ এবং উপহারের মুখেও তাকে শান্ত থাকতে হবে এবং অন্যান্য মানুষের সুরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। পুলিশকে সব সময় ভদ্র ও ভালো আচরণ করতে হবে। তিনি ন্যায্য এবং বিশ্বস্ত হতে হবে.

সততা পুলিশের মর্যাদার মৌলিক অধিকার। এই বিবেচনায় পুলিশের উচিত তার ব্যক্তিগত জীবন পরিচ্ছন্ন রাখা।

পুলিশের জানা উচিৎ তাহলেই এর পূর্ণ ব্যবহার হয়। তারপরে এটির উচিত শৃঙ্খলার একটি উচ্চ মান বজায় রাখা, বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করা, কঠোরভাবে তার ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশ অনুসরণ করা, পুলিশ বাহিনীর প্রতি আনুগত্য করা এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে পুলিশকে সামাজিক সম্প্রীতির প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিহীন হতে হবে। ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতের মানুষের মধ্যে মাতৃত্ব প্রচার করা উচিত এবং নারী ও শোষিত শ্রেণীর জন্য ক্ষতিকর কাজ করা উচিত নয়।

এই বেস কোডের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে আইনগত বিধান রাখা হয়েছে। একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের সদস্য হিসাবে, তাকে এই আইনের সীমার মধ্যে কাজ করতে হবে। তবেই মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
দুর্বল অংশের মানবাধিকার সুরক্ষায় পুলিশের ভূমিকা

পুলিশ দুর্বল অংশ বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি, শিশু ও মহিলাদের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তফসিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির মানবাধিকার এবং পুলিশ জাতীয় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কমিশন এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছে রিপোর্ট ইত্যাদি। এটা স্পষ্ট যে দুর্বল শ্রেণীর উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হওয়ায় এই ধারাগুলোর অধিকার রক্ষায় সতর্কতার সাথে কাজ করা পুলিশের দায়িত্ব। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও অস্পৃশ্যতার অপরাধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের ওপর এসেছে। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ আইনে পুলিশকে এই অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ অফিসার শুধু ভিকটিমের রিপোর্টেই নয়, নিজের থেকেও
অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি **(**অত্যাচার প্রতিরোধ**)** আইন, **1989** পুলিশ অফিসারদের আরও ক্ষমতা দিয়েছে। পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে **10** ধারা অনুযায়ী এলাকা থেকে অভিযান চালানো যাবে। আদেশ অমান্য করলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল শ্রেণীর উপর নৃশংসতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক নির্দেশিকা জারি করেছে এবং সেগুলি অনুসরণ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠিয়েছে, প্রধানগুলি নিম্নরূপ-

নারীর অধিকার যাত্রা নার্যস্তু পূজায়ন্তে রমন্তে তত্র দেবতা মানে নারীর পূজা মানে শ্রদ্ধার সাথে। অর্থ যেখানে নারীদের সম্মান করা হয়, সেখানেই সুখ-সমৃদ্ধির আবাস। নারীর মাধ্যমেই গৃহ, পরিবার ও সমাজ গঠিত হয় এবং দেশ এগিয়ে যায়। নারী, পুত্র, বোন, জল যেমন মা তেমনি দেবী

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আজ নারীরা ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, বিচারক, পুলিশ অফিসার, শিল্পপতি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিমানে চালক ইত্যাদি সকল পদে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। তারাও পুরুষের চেয়ে কম নয়, সবদিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরও নারীর ওপর নিপীড়ন ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন আজও ঘটছে। এমনকি বর্তমানে তাদের স্বাভাবিক মানবাধিকারের শোষণ অব্যাহত রয়েছে। আজও অনেক নারী অশিক্ষিত এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত।

নারীর অধিকারের অপব্যবহার ও শোষণের ধরন
নিম্নোক্ত উপায়ে বিশ্বে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত ও শোষিত হচ্ছে-

1. যৌতুকের নামে নারী শোষণ নারী অধিকার লঙ্ঘনের প্রধান কারণ যৌতুকের জন্য স্বামী বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা। যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, পুড়িয়ে মারা একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।যৌতুক আসলে সমাজের কুষ্ঠরোগ। এটা সভ্যতার নামে কলঙ্ক। এ কারণে বিয়ের মতো একটি পবিত্র বন্ধন আজ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে এবং বিয়ের সামাজিক ঐতিহ্য ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে।

2. ভ্রূণ হত্যার মাধ্যমে নারীর শোষণ:
কন্যাভ্রূণ হত্যার মাধ্যমে মেয়েদের জন্মের আগেই গর্ভে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ নারীরা জন্মগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভ্রূণহত্যার ফলে বিশ্বের সব দেশেই নারীর হার দিন দিন কমছে।

3. ধর্ষণের মাধ্যমে নারীর শোষণ: ধর্ষণ হল নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ।

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ
বর্তমানে প্রতি বছর ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। ভারতে প্রতি ৪৭ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণ ছাড়াও, যৌন শোষণও সাধারণ, যা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা মহিলা কর্মীদের, জেল কর্মীদের দ্বারা মহিলা বন্দী, ঠিকাদারদের দ্বারা মহিলা কর্মী এবং হাসপাতালের কর্মীদের দ্বারা মহিলা রোগীদের বিরুদ্ধে ঘটে।

4. পতিতাবৃত্তি ও মাংস ব্যবসার মাধ্যমে নারীর শোষণ:
পতিতাবৃত্তি একটি সভ্য সমাজের কপালে চাঁদের দাগের চেয়েও গভীর একটি দাগ, যা কখনই বিনষ্ট হতে পারে না, কারণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অসহায়ত্ব নারীকে পতিতাবৃত্তির এই জঘন্য কাজের মধ্যে এতটাই আবদ্ধ করে রেখেছে যে তারা এর থেকে বের হতে পারে না। তারা চাইলেও..

5. গার্হস্থ্য সহিংসতার মাধ্যমে নারীর শোষণ
ঘরোয়া সহিংসতায় নারী যতটা শোষিত হয় আর কেউ হয় না। মহিলাদের গৃহস্থালির কাজ মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলে। গার্হস্থ্য সহিংসতার কারণে নারীদের ওপর এত বেশি অত্যাচার হয় যে নারীরা হয় পাগল হয়ে যায় অথবা প্রাণ হারায়। সারা বিশ্বে • পরিবার, বর্ণ, ধর্ম ও সম্মানের নামে নারীদের স্বামীর হাতে খুন করা হচ্ছে যা 'অন কিলিং' নামে পরিচিত। প্রতি বছর প্রায় **5,000** এই ধরনের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়।

, সন্ত্রাসের মাধ্যমে নারী শোষণ:
6 আজ বিশ্বে অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে, যার মধ্যে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনাহার, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার নারীরা এসব সন্ত্রাসী সংগঠনের ফাঁদে পড়ে। এসব নারীকে মানব বোমা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানব বোমা হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও, এই মহিলারা সংবাদ প্রেরণ, গুপ্তচরবৃত্তি এবং অস্ত্র বহনের সাথে জড়িত ছিল।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

নিক্ষেপ ইত্যাদিও করতে হয়। একসময় যে নারী তাদের খপ্পরে পড়ে। তার পক্ষে পালানো অসম্ভব।

জাতিসংঘ এবং নারী অধিকার:
জাতিসংঘের সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, আমরা জাতিসংঘের জনগণ মানুষের মর্যাদা ও মূল্য, মৌলিক মানবাধিকার এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস প্রকাশ করি। এভাবে সনদে নারীর সমতার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

মহিলাদের অবস্থার উপর কমিশন
(The Commission on the Status of Women): এই কমিশনটি ১৯৪৬ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন সারা বিশ্বে নারীর সমতার দিকে অগ্রগতি পরীক্ষা করে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে। বর্তমানে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ৪৫। কমিশন সারা বিশ্বে নারীর অবস্থার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে এবং মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। **IGHTS CO** হয়

-: যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:-
ইমেইল: **www.govtwhrc.org** ফোন নাম্বার **9732329720/9635090620**
এবং সদস্য জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস পরিষদ উদ্দেশ্য দুর্নীতি করবে না এবং দুর্নীতিকে সহ্য করবে না, একটি নতুন উদাহরণ স্থাপন করবে। কারণ দুর্নীতি দূর করতে হবে এবং নতুন ভারত গড়তে হবে। সংগঠনের পদাধিকারীরা কোনো মূল্যে দুর্নীতির সঙ্গে আপস করবেন না, বিশ্ব মানবাধিকারের সকল সেল সংগঠনের অংশ।

কিভাবে সদস্য হবেন বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্য সম্পূর্ণ অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সাথে সাথে **525/-** টাকা সদস্যতা ফি প্রদান করে সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রাথমিক সদস্যের জন্য প্রতি মাসে **10/-** টাকা মাসিক ফি জমা করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। সদস্য সহযোগিতার অর্থ সরাসরি বিশ্ব মানবাধিকার কাউন্সিল সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার বিধান রয়েছে। যা জাতীয় প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় থেকে গবেষণা, মানবাধিকার সচেতনতা প্রচার, মানবাধিকার শিক্ষা, বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ, লেখার উপকরণ এবং অধিকার আদায়ের জন্য সমাবেশ, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং, বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য ব্যয় করা হবে। **,** ইত্যাদি

কার্যনির্বাহী সদস্য প্রতি সহযোগিতার পরিমাণ এবং ফি বন্টন প্রতি মাসে **10/-** টাকা, স্থানীয় কমিটি **002/-,** জেলা কমিটিতে **02/-** টাকা, রাজ্য কমিটিতে **00/-** টাকা এবং প্রতি মাসে **00/-** টাকা করা হয়েছে।

বিশ্ব মানবাধিকারের পরিচয়পত্র ও সদস্য সনদ পাওয়ার পর জাতীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পূর্ণ অনলাইন আবেদনপত্র পাঠানো হবে।

বিঃদ্রঃ বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ একটি সামাজিক সংগঠন, সংগঠনের সকল পদাধিকারী ও সদস্যদের নিয়োগ সম্মানী হিসাবে করা হবে বা সংগঠন থেকে কোন বেতন ভাতা প্রদান করা হবে না। দেশের স্বার্থে সমাজসেবক হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন।

বিশ্ব মানবাধিকার পুরুষদ

মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা/পুলিশ কর্মী এবং সাধারণ জনগণের সচেতনতা এবং সচেতনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

1. প্রতিটি পুলিশ অফিসারের উচিত প্রতিটি নাগরিকের সাথে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করা।

2. বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতাদর্শ, জাতীয়তা বা সম্প্রদায়, সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে পুলিশ কর্মীদের সমান আচরণ করা উচিত।

জন্মস্থান, মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। **3.** এটা সবসময় মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং অধিকার আছে

নিরাপত্তার অধিকার আছে। **4.** ভারতের সংবিধানে সব ধরনের দাসত্ব নিষিদ্ধ। এটা সব উপায়ে প্রতিরোধ

যাওয়া পুলিশের দায়িত্ব। **5.** কোন ব্যক্তিকে শারীরিক নির্যাতন করা উচিত নয় এবং কোন ব্যক্তির সাথে নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা উচিত নয়।

6. প্রত্যেকেরই আইনের সামনে একজন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। **7.** আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেই কোনো বৈষম্য ছাড়াই অধিকারী। **8.** কোন ব্যক্তিকে নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক বা আটক করা যাবে না

করতে হবে. **9.** আইন দ্বারা দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হবে। **10.** কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের সাথে নির্বিচারে হস্তক্ষেপ করবেন না

কারো সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কোনো আপত্তি করা উচিত নয়।

11. প্রত্যেকেরই যেকোনো স্থানে অবাধে চলাফেরা করার এবং প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। **22.** প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তির বর্ণ, জাতীয়তা বা ধর্মের ভেদাভেদ ছাড়াই বিয়ে করার এবং একটি পরিবার তৈরি করার অধিকার রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিটি পরিবারের কাছে

সুরক্ষার অধিকার। **13.** গ্রেফতার সংক্রান্ত সকল মামলা নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এলাকার গেজেটরে পাঠাতে হবে।

DARPAN NITI Aayog, Government of India

GOVERNMENT OF INDIA

UNIQUE ID : WB/2021/0274091

: DEED OF TRUST :

NAME

VISHWA MANAVADHIKAR PARISHAD

Head Office : Kolkata, New Towen, 700156

District Branch : Bolpur(Ashina Vhawan) Ramkrishna Road

Purba Bardhaman, 713101

Website: www.whrcouncil.com/Email : sohelbabu720@gmail.com

Mobile : 9732329720/9635090620

Sk Sahabuddin

(Chairman)

বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ
WORLD HUMAN RIGHTS COUNCIL

GOVT REGD NO IV-0302-00137-2020

-: For any queries, Please Contact :-

Head Office : Kolkata,New Town,700156
District Branch: Bolpur (Ashiyana Bhavan) Ramkrishna Road / Purba Bardhaman,713101
Website: www.whrcouncil.com sohelbabu720@gmail.com
9732329720/9635090620